POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

اِنَّمَا التَّوۡبَۃُ عَلَی اللّٰہِ لِلَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ
السُّوۡٓءَ بِجَہَالَۃٍ ثُمَّ یَتُوۡبُوۡنَ مِنۡ
قَرِیۡبٍ فَاُولٰٓئِکَ یَتُوۡبُ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ ؕ
وَکَانَ اللّٰہُ عَلِیۡمًا حَکِیۡمًا ۝ (النساء:18)

আল্লাহ্ কেবল সেই সকল লোকের তওবা গ্রহণ করেন যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দকর্ম করে, অতঃপর সত্বরই তওবা করে। ইহাদের প্রতিই আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন, বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৮)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
5
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
28
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 9 জুলাই, 2020 17 যুল কাদা 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সত্যান্বেষীর জানা উচিত যে বর্তমান পরিস্থিতিতে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের কাজ হল ক্রুশ ভঙ্গ করা, কেননা ক্রুশীয় ফেতনার বিপদ ভয়াবহ প্রসার ঘটিয়েছে। আমাদের মনোযোগ সেই সব লোকেদের প্রতি যারা সত্য-পিপাসু। কিন্তু যারা সত্য অন্বেষণ করতেই চায় না, যাদের প্রকৃতি কুটিল, তারা আমার থেকে কিভাবে লাভবান হতে পারে। স্মরণ রেখো! হেদায়াত তাদের হয় যারা পক্ষপাত দুষ্টতা থেকে মুক্ত। তারাই উপকৃত হয় না, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বা ধর্ম-সংস্কারকের কাজ

খ্রীষ্টবাদের উপদ্রবই সকল দুর্বিপাকের উৎস। তাইতো চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (ধর্ম-সংস্কারক)-এর কাজ হল ক্রুশ ভঙ্গ করা। যেহেতু তাঁর মাধ্যমে এই লক্ষণ পূর্ণ হয়েছে, তাই চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ প্রতিশ্রুত মসীহ নামে অভিহিত হয়েছেন। কেননা হাদীস থেকে প্রমাণিত, প্রতিশ্রুত মসীহর কাজ হল ক্রুশ ভঙ্গ করা। এখন যেহেতু আমাদের বিরুদ্ধবাদীদেরকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয় যে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের কাজ ক্রুশ ভঙ্গ করাই হওয়া উচিত, কেননা তাকে এই পরীক্ষারই সম্মুখীন হতে হবে। তবে মসীহ মওউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ যে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদই হবেন সে কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আমাদের মনোযোগ সেই সব লোকেদের প্রতি যারা সত্য-পিপাসু।। কিন্তু যারা সত্য অন্বেষণ করতেই চায় না, যাদের প্রকৃতি কুটিল, তারা আমার থেকে কিভাবে লাভবান হতে পারে? স্মরণ রেখো! হেদায়াত তাদের হয় যারা পক্ষপাত দুষ্টতা থেকে মুক্ত। তারাই উপকৃত হয় না, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে না। কাজেই সত্যান্বেষীর জানা উচিত যে বর্তমান পরিস্থিতিতে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের কাজ হল ক্রুশ ভঙ্গ করা, কেননা ক্রুশীয় ফেতনার বিপদ ভয়াবহ প্রসার ঘটিয়েছে। ইসলাম এমন এক ধর্ম ছিল একসময় যা কেউ তা ত্যাগ করে চলে গেলে সমাজে এক বিস্ময়বিহ্বলতা সৃষ্টি হয়ে যেত। কিন্তু কতই না দুঃখের বিষয় যে ধর্মত্যাগীদের সংখ্যা লক্ষে লক্ষে পৌঁছে গিয়েছে। আর যারা মুসলমান পরিবারে জন্মেছিল, তারা এখন রসুল করীম (সা.)-এর ন্যায় পূর্ণমানব সম্পর্কে, যাঁর অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার তুলনা সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই, সেই তাঁর সম্পর্কে নানান প্রকারের মর্মপীড়াদায়ক অপবাদ আরোপ করছে। নিষ্পাপদের শিরোমণিকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে তারা কোটি কোটি পুস্তক প্রকাশ করেছে। এমন বহু নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িকী পত্র-পত্রিকা এই উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত আছে। এমন অবস্থাতেও কি খোদা তা'লা মুজাদ্দিদ প্রেরণ করতেন না? অতঃপর যদি কোনও মুজাদ্দিদ আসেও, তবে দোহাই খোদার! তোমরা একটু বিবেচনা করে বল, 'রাফা ইয়াদাঈন' বা সশব্দে আমীন উচ্চারণ করার মত তুচ্ছ কলহ-বিবাদের মীমাংসা করাই কি তার কাজ হওয়া উচিত হবে?

বিবেচনা করে দেখ, যে ব্যাধি মহমারির ন্যায় প্রসারিত হচ্ছে, চিকিৎসক সেই ব্যধির চিকিৎসা করবে, না কি অন্য কোনও ব্যাধির? রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবমাননার সীমা অতিক্রম করে গেছে। ...... আজ পরিস্থিতি এইরূপ যে, অবমাননাকর পুস্তকগুলি পাঠ করে কিম্বা শ্রবন করেও আত্মাভিমান জাগে না, অন্তত এর প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করুক- এতটাও তাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না। বরং এর বিপরীতে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'লা বিশেষ করে এই কলহ ও বিবাদ নিরসন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন আর যে রসুল করীম (সা.)-এর সম্মান ও প্রতাপের জন্য বিশেষ আত্মাভিমান সহ আবির্ভুত হয়েছেন, তারা তাঁরই বিরোধিতা করে এবং তাঁকে বিদ্রুপ করে। খোদা তা'লাই এদেরকে অন্তর্দৃষ্টি দিন।

আঁ হযরত (সা.)-এর সাহায্য ও সমর্থন সম্পর্কে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে একটি সূরা অবতীর্ণ করে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করেছেন, সেই সূরাটি হল اَلَمۡ تَرَ کَیۡفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِیۡلِ (আল ফিল: ২) সূরাটি সেই পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন বিশ্ব-প্রভু হযরত মহম্মদ (সা.) দুঃখ কষ্ট সহ্য করছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আশ্বাসবাণী দিয়ে বলেন, 'আমি তোমার সাহায্যকারী ও সমর্থক।'

এর মধ্যে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে যে, 'তুমি কি দেখ নি, তোমার প্রভু হস্তিবাহিনীর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিলেন?' অর্থাৎ তাদের ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তুচ্ছ ও ক্ষুদাতিক্ষুদ্র সৃষ্টিকে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সেই সব কীটগুলির হাতে কোনও বন্দুক ছিল না, ছিল কেবল কাদামাটি। 'সিজ্জিল' বলা হয় কাদামাটিকে। এই সূরায় আল্লাহ্ তা'লা রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে খানা কাবা নামে অভিহিত করেছেন এবং হস্তিবাহিনীর ঘটনাটি উপস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর সফলতা, ঐশী সাহায্য ও সমর্থন লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

বিশদে বলতে গেলে আঁ হযরত (সা.) –এর যাবতীয় প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ডকে ভেস্তে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা (শত্রুরা) যে কৌশল ও ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল, সেগুলিকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের পরিকল্পনা ও অপচেষ্টা বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেন, এক্ষেত্রে কোনও বিরাট উপকরণের প্রয়োজন হয় নি। যেভাবে হস্তিবাহিনীকে ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁক এসে ধ্বংস করে দিয়েছিল, অনুরূপভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে। যখনই কোন হস্তিবাহিনীর জন্ম হবে, তখনই আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তাদের চেষ্টাকে ধুলিসাৎ করার উপকরণ সৃষ্টি করবেন।

ইসলামকে উদ্দেশ্য করে আক্রমণ করাই পাদ্রীদের মূল নীতি। একমাত্র ইসলামই তাদের বুকের উপর পাথর হয়ে চেপে বসে আছে, অন্যথায় অন্যান্য ধর্মগুলি তাদের নিকট নপুংসক। হিন্দুরাও খ্রীষ্টান হওয়ার পর সেই ইসলামের বিরুদ্ধেই পুস্তক রচনা করে। রামচন্দ্র এবং ঠাকুরদাস ইসলামের প্রত্যাখ্যানে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পুস্তক লিখেছে। বস্তুত তারা বিবেকের কণ্ঠ শোনে যে ইসলামই হবে তাদের ধ্বংসের কারণ। স্বভাবতই তার সম্পর্কে মানুষ ভীত হয় যার দ্বারা সে ধ্বংস হয়। মুরগী ছানা বিড়াল দেখলেই কিচির মিচির শুরু করে দেয়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা, বিশেষত পাদ্রীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে এত শক্তি ব্যয় করছে, তার প্রকৃত কারণ হল, তারা নিজেদের মনের গভীরে বিশ্বাস করে যে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা অন্যান্য সকল ধর্মীয় মতবাদকে পিষে ফেলবে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮-১৬০)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রসুল্লাহ (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ এবং ব্যঙ্গ চিত্রের বাস্তবিকতা

(তৃতীয় খুতবার শেষাংশ)

আর এই যুগে যেটা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) এর যুগ, উগ্রতা প্রদর্শনের চাইতে দোয়া এবং দরুদের উপর গুরুত্ব দেওয়া আরও বেশি জরুরী এবং এর পাশাপাশি নিজেদের সংশোধনেরও চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের দিকে দৃষ্টি দাও যে আমরা আঁ হযরত (সাঃ)এর সঙ্গে কতটা ভালবাসা রাখি। এটা সাময়িক আবেগ নয় তো? কিছু শ্রেণীর লোকের ব্যক্তিগত স্বাথের্র কারণে আমাদেরকেও এই আগুনের শিখা গ্রাস করছে না তো?

অতএব আমাদের উচিত একদিকে যেমন নিজেদের সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেওয়া অপরদিকে নিজেদের পরিবেশে যদি মুসলমানদেরকে বোঝানো সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই বোঝান যে ভুল পন্থা অবলম্বন কোরো না। বরং সেই পন্থা অবলম্বন কর যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল(সাঃ) পছন্দ করেছেন। এবং সেই পথ আমাাদের তাদেরকে বলতে হবে। আর সেটা হল এই যে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, ‘“যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও, জান্নাতে যেতে চাও, তবে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর।”

একটি বর্ণনায় আছে যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন যে , যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে না তার কোনো ধর্ম নেই।

(জালাউল আফহহাম)

আরোও একটি স্থানে বলেন:- “অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করা অসচ্ছলতা দূর করার মাধ্যম।”

(জালাউল আফহহাম)

বর্তমান যুগের জীবিকা নির্বাহের কষ্ট , দৈন্য দশা , এবং মুসলমানদেরকে যে অভাব অনটনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ; (তার কারণ) পশ্চিমা দেশগুলি নিজেদের জন্য এক নিতী আর মুসলমান দেশগুলির জন্য ভিন্ন নীতি নির্ধারণ করে রেখেছে। এর সব থেকে ভাল প্রতিকার হল আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর অধিকহারে দরুদ পাঠ করা। এবং সেই সকল বরকত দ্বারা লাভান্বিত হওয়া যা আল্লাহ তায়ালা দরূদের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

একটি বর্ণনা রয়েছে , (কিছু অংশ পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে।) এর বিস্তারিত বর্ণনা আরো একটি স্থানে পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আঁ হযরত(সাঃ) বলেন “কিয়ামতের দিন , সেদিনের প্রত্যেক ভয়াবহ স্থানে তোমাদের মধ্য থেকে সবচায়তে নিকটে আমার কাছে সেই ব্যক্তি হবে, যে পৃথিবীতে আমার উপর সব থেকে বেশি দরুদ প্রেরণ করবে।”

(তফসীর দুররে মনসুর)

এমন কোন্ ব্যক্তি এমন আছে যে কিয়ামতের দিনে আঁ হযরত (সাঃ) এর নিকটে স্থান পেতে চাইনা এবং প্রত্যেক ভয়ানক স্থান তাঁর (সাঃ) হাত ধরে অতিক্রম করার বাসনা রাখেন? ।নিশ্চয় সকলেই আল্লাহ তায়ালার প্রকোপের হাত রক্ষা পেতে চায়। তবে এর থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর নৈকট্য লাভের এটাই রাস্তা যা তিনি আমাদেরকে বলেছেন। এই কারণে মোমিনদের সর্বদা দরুদ প্রেরণের প্রতি মনোযোগ থাকা উচিত। এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে দরুদ পাঠ করা উচিত।

একটি বর্ণনায় আছে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন , “যে ব্যক্তি একদিনে আমার উপর এক হাজার বার দরুদ পাঠ করবে সে এই জীবনের মধ্যেই জান্নাতের মধ্যে তার স্থান দেখে নিবে। (জালাউল আফহহাম)

অতএব দরুদের বরকতে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হবে তা এই পার্থিব জীবনকেও জান্নাত বানিয়ে দিতে সক্ষম। আর এই কর্মধারা , সৎকর্ম ও পবিত্র পরিবর্তন যা একদিকে যেমন এই পৃথিবীকে জান্নাত তৈরী করে দিবে অপরদিকে পরলোকেও জান্নাতের অধিকারী করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন আস(রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেন:

“যখন তোমরা মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শোন আমার উপর দরুদ পাঠ কর, যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পাঠ করল আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশ গুণ রহমত নাজিল করবেন। তারপর বলেন আমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট একটি ওসিলা (মাধ্যম) চাও , এটা জান্নাতের মর্যাদাগুলির মধ্যে একটি যা আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল এক ব্যক্তিই লাভ করবে। আমি আশা রাখি আমিই সেই ব্যক্তি। যে কেউ আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসিলা (মাধ্যম) চাইবে তার জন্য শিফায়ত (সুপারিশ) বৈধ হয়ে যাবে।”

(সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

অতএব আজানের পরের দোয়াটি প্রত্যেক আহমদীর মুখস্ত করা উচিত এবং পাঠ করা উচিত। দরূদ পাঠানোর গুরুত্ব ও দরুদের উপযোগিতা তো স্পষ্ট হয়ে গেল কিন্তু কিছু লোক প্রশ্ন করে যে কিভাবে দরূদ পাঠাবে। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধরণের দরুদ বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই বিষয়ে একটি হাদিস আছে।

হযরত কাআব উজরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে হে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আপনার উপর সালাম প্রেরণ করার বিষয়ে তো আমরা জানি, কিন্তু দরূদ কিরূপে প্রেরণ করব? তিনি বললেন, বল- আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মিদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুমমাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুমমাজীদ।’

(সহী তিরমিযী, আবওয়াবুল বিতর)

এছাড়া নামাজের দরুদ আরও একটু বিস্তারিতরূপে রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই সম্পর্কে কোনো এক ব্যক্তিকে পত্রের মাধ্যমে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

“তাহাজ্জুদের নামাজ এবং দৈনন্দিন ইবাদতে আপনি নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। তাহাজ্জুদে অনেক বরকত আছে। আলস্যপূর্ণ জীবনের কোন মূল্য নাই। কর্মবিমুখ এবং আরাম প্রিয় ব্যক্তি কোন গুরুত্ব রাখে না। ‘ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিইয়ান্নাহুম সুবুলানা-ওয়া ইন্নাল্লাহ্ লা মাআল মুহসেনীন। (সুরা আনকাবুত, ৭০)

দরুদ শরীফ সেটাই সর্বোত্তম যেটা আঁ হযরত (সা.)এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। আর সেটা হল-আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মিদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুমমাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামীদুমমাজীদ।’

তিনি বলেন :“যে বাক্য একজন সংযমী ব্যক্তির মুখ থেকে নিঃসৃত হয় তার মধ্যে অবশ্যই কিছু বরকত থাকে। সুতরাং, ধারণা করে নেওয়া যায় যে যিনি সকল সংযমীদের সেরা এবং নবীদের সেনাপতি তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী কতই না বরকত মন্ডিত হবে। অতএব সকল প্রকারের দরুদ শরীফের থেকে এই দরূদটি সর্বাপেক্ষা বেশি বরকতপূর্ণ।”

(বিভিন্ন ধরণের দরুদ শরীফ রয়েছে তার মধ্যে এটিই সব থেকে বেশি বরকতপূর্ণ) “এটাই এই অধমের দৈনিক পাঠের বস্তু এবং কোন সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই। আন্তরিকতা, ভালবাসা, নিষ্ঠা এবং বিনয়ের সাথে পাঠ করা উচিত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই পাঠ করতে থাকুন যতক্ষণ না আকুলতা ও মনের মধ্যে বিগলন সৃষ্টি হয় এবং বুকের মধ্যে প্রশান্তি ও সুখানুভব জন্মে। ”

(মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭-১৮)

অতএব এটাই সেই দরুদ যা আমরা নামাজে পাঠ করি , যেরূপ আমি বললাম, এবং অধিকাংশ এটিই পাঠ করা উচিৎ। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন যে সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়।

হাদিসে এক হাজার বার পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে , এর অর্থ যত অধিক সংখ্যায় দরুদ পাঠ করা যায়। তবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ও কিছু লোককে সংখ্যা বলেছেন। কাউকে প্রত্যহ সাতশো বার বা এগারোশো বার পড়ার কথা বলেছেন । তাই এই সংখ্যা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অবস্থা ও স্তর অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে। যাই হোক এই দরুদ শরীফ পাঠ করা উচিত, যে জন্য আমি জুবিলীর দোয়ার মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর ইলহামী , দোয়া ছাড়াও আমি বলেছিলাম যে দরুদ শরীফ সম্পূর্ণ পাঠ করতে হবে। এজন্য বলেছিলাম যে , মূল দরুদ শরীফ যেটা আঁ হযরত(সাঃ) পড়েছেন সেটাকে আমাদের দোয়াতে অবশ্যই সামিল করা উচিত। কিন্তু সে একই কথায়

(শেষাংশ ১০ পাতায়...)

জুমআর খুতবা

আমার জাতিকে বলবেন, তোমাদের জীবন থাকতে যদি মহানবী (সা.) এর কোন ক্ষতি হয় তবে আল্লাহ্‌র সামনে তোমাদের কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবেনা।

মহানবী (সা.) বলেন, হে সুহায়েব! তোমার এই ব্যবসা পূর্বের সমস্ত ব্যবসার তুলনায় অধিক লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে পণ্যের বিনিময়ে তুমি অর্থ গ্রহণ করতে কিন্তু এখন অর্থের বিনিময়ে তুমি ঈমান লাভ করেছ।

হযরত উমর (রা.) হযরত সুহায়েব (রা.)-কে খুব ভালোবাসতেন এবং তার সম্পর্কে খুবই ভালো ধারণা রাখতেন। এমনকি হযরত উমর (রা.) যখন আহত হন তখন তিনি ওসীয়্যত করেন যে, আমার জানাযার নামায সুহায়েব পড়াবেন এবং তিন দিন পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের নামাযের ইমাম হবেন যতক্ষণ না শূরায় (পরামর্শ সভা) অংশগ্রহণকারীরা খলীফা সম্পর্কে একমত হয়।

মহানবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতি কৃপা করুন, তিনি জীবিত অবস্থায়ও এবং মৃত্যুর পরও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.) হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৫ই জুন , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৫ এহসান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আমি আজ আবার বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করব। তাদের মধ্যে থেকে যার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে তার নাম হলো, হযরত সুহায়েব বিন সিনান (রা.)। হযরত সুহায়েব (রা.)-এর পিতার নাম সিনান বিন মালেক আর মাতার নাম ছিল সালমা বিনতে কাঈদ। হযরত সুহায়েব (রা.)-এর স্বদেশ ছিল মোসল। তার পিতা বা চাচা পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে আবুল্লাহ্'র গভর্ণর ছিলেন। আবুল্লাহ্ হলো দজলার তীরবর্তী একটি শহর যা পরবর্তীতে বসরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রোমানরা সেই অঞ্চলের ওপর হামলা করে এবং অল্পবয়স্ক হযরত সুহায়েব (রা.) কে বন্দি করে নিয়ে যায়। আবুল কাসেম মাগরেবীর মতে তার নাম ছিল উমায়রাহ্, (কিন্তু) রোমনরা তার নাম সুহায়েব রাখে।

(আত্তাবাকাতু কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৯-১৭০) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩-৩৪) (মুজামিল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া থেকে প্রকাশিত)

হযরত সুহায়েব (রা.) উজ্জ্বল লালচে বর্ণের ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায়ও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না এবং মাথার চুল ছিল ঘন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া থেকে প্রকাশিত)

হযরত সুহায়েব (রা.) রোমানদের মাঝে বড় হন। তার কথায় জড়তা ছিল। রোমানদের কাছ থেকে ক্বালব নামের অপর এক ব্যক্তি তাকে কিনে মক্কা চলে আসে। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ্ বিন জুদআন তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়। আব্দুল্লাহ্ বিন জুদআনের মৃত্যু এবং মহানবীর আবির্ভাব পর্যন্ত হযরত সুহায়েব (রা.) মক্কাতেই অবস্থান করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সুহায়েব (রা.)-এর সন্তানরা বলে, হযরত সুহায়েব (রা.)যখন বোঝার বয়সে উপনীত হন তখন রোম থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে আসেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন জুদআন এর মিত্রতা অবলম্বন করেনএবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথেই থাকেন।

(আত্তাবাকাতু কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭০)

তাঁর সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'সুহায়েব একজন ক্রীতদাস ছিলেন, যিনি রোম থেকে বন্দি অবস্থায় এসেছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন জুদআন এর ক্রীতদাস ছিলেন যে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিল। তিনিও মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর খাতিরে তিনি বিভিন্ন ধরণের কষ্ট ভোগ করেন।'

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৪৩)

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) অন্যদের অথবা ক্রীতদাসদের সহায়তায় এই কুরআন রচনা করেছেন মর্মে পবিত্র কুরআনে অবিশ্বাসীদের যে উক্তি রয়েছে, এর একটি উত্তরহলো, এসব ক্রীতদাস তো মুসলমান হওয়ার কারণে বিপদাপদ ও নিপীড়ন নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। তবে কি এই ক্রীতদাসরা নিজেদের ওপর এসব বিপদ টেনে আনার জন্যই মহানবী (সা.)-কে সাহায্য করেছিলেন? আর তারা কেবল গোপনেই সাহায্য করে নি বরং প্রকাশ্যেও এসে গেছেন এবং এসব বিপদাপদ ও নিপীড়ন-নির্যাতন অবিচলতার সাথে সহ্যও করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)বলেন, এটি নিতান্তই দুর্বল আপত্তি। এটি তো ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সেসব মু'মিনের খোদাতা'লা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান, যা তাদেরকে অবিচল রেখেছে। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে ইসলাম শিখেন আর আল্লাহ্‌তা'লার ওহীর প্রতি ঈমান আনেন। যাহোক, এ প্রসঙ্গে এই ছিল বিবরণ। (তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৪১-৪৪৩)

হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) বলেন, হযরত সুহায়েব (রা.)-এর সাথে দ্বারে আরকামের দরজায় আমার সাক্ষাৎ হয় তখন মহানবী (সা.) সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করি, তোমার ইচ্ছা কী? হযরত সুহায়েব (রা.) আমাকে বলেন, তোমার ইচ্ছা কী? আমি বলি, মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে আমি তাঁর বাণী শুনতে চাই। হযরত সুহায়েব (রা.)বলেন, আমিও তা–ই চাই। হযরত আম্মার (রা.) বলেন, অতঃপর আমরা দু'জনই মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। তিনি আমাদের সামনে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেন যা শুনে আমরা ইসলাম গ্রহণ করি। সারা দিন আমরা সেখানেই অবস্থান করি এবং সন্ধ্যা হলে গোপনে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। হযরত আম্মার(রা.) এবং হযরত সুহায়েব (রা.) ত্রিশের অধিক ব্যক্তির (ইসলামগ্রহণের) পর ইসলাম গ্রহণ করেন। (আত্তাবাকাতু কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭১)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে চারজন ছিলেন অগ্রগামী। তিনি বলেন, (এক্ষেত্রে) আমি আরবদের মাঝে, সুহায়েব রোমানদের মাঝে, সালমান পারস্যবাসীদের মাঝে আর বেলাল ছিলেন ইথিওপিয়ানদের মাঝে অগ্রগামী।

(উসদুল গাবা,৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন তারা ৭ জন ছিলেন। (প্রথম হলেন) স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.), তাঁর প্রতি শরীয়ত অবতীর্ণ হয়, আর এরপর হযরত আবুবকর (রা.), হযরত আম্মার (রা.) ও তার মাতা সুমাইয়া (রা.), হযরত সুহায়েব(রা.), হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত মিক্বদাদ (রা.)। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্তা'লা তাঁর চাচা আবুতালিবের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখেন আর হযরত আবুবকর (রা.)-কে আল্লাহ্তা'লা তাঁর জাতির মাধ্যমে নিরাপদ রাখেন। এ সম্পর্কে বিগত (একটি) খুতবায়আমি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে, এটি রেওয়ায়েতকারীর ধারণা মাত্র, নতুবা মহানবী (সা.) এবং হযরত আবুবকর (রা.)-কেও সেসব নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা রক্ষা পেলেও পরবর্তীতে (এর)শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল। যাহোক রেওয়ায়েতকারী বলেন, মুশরিকরা অন্যদের ধরে নিয়ে লৌহবর্ম পরাত এবং উত্তপ্ত রোদে (ফেলে রেখে) তাদেরকে পোড়াত। অতএব তাদের মাঝে হযরত বিলাল (রা.) ব্যতীত আর কেউই ছিলেন না যারা তাদের সেইমতের সাথে সহমত হননি, কেননা আল্লাহ্র খাতিরে নিজের প্রাণ তার কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল এবং নিজজাতির কাছেও তিনি মূল্যহীন ছিলেন। তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেলেপেলেদের হতে তুলে দিত আর তারা তাকে মক্কার বিভিন্ন উপত্যকায় টানা হ্যাঁচড়া করে বেড়াত। তখন বেলাল(রা.) কেবল আহাদ আহাদ বলে আর্তনাদ করতেন।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুস সুন্নাহ)

যাহোক যেভাবে আমি বলেছি তারা সকলেই এসব নির্যাতন সহ্য করেছেন, ঈমানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু যাহোক হযরত বেলাল (রা.) সম্পর্কে যে রেওয়ায়েত রয়েছে তাহলো, তাকে অনেক বেশি নিপীড়ন ও নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে। এছাড়া বলা হয়ে থাকে যে, হযরত সুহায়েব (রা.)সেসব মু'মিনের একজন ছিলেন যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো আর যাদেরকে মক্কায় আল্লাহ্র পথে কষ্ট দেওয়া হতো।

(আত্তাবাকাতু কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ:১৭১)

তাকেও অনেক বেশি কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের(রা.)-কে এত বেশি কষ্ট দেওয়া হতো যে, তিনি কী করছেন তা তিনি বুঝতে পারতেন না। হযরত সুহায়েব(রা.), হযরত আবু ফায়েদ(রা.), হযরত আমের বিন ফুহায়রা (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরও একই অবস্থা ছিল। এসব সাহাবী সম্পর্কে এই আয়াতঅবতীর্ণ হয় যে,

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (النحل:111)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাদের প্রতি যারা পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতঃপর জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, নিশ্চয় এরপর (তাদেরপ্রতি) তোমার প্রভু পরম ক্ষমাশীলএবং বারবার কৃপাকারী।

(সূরানাহল: ১১০)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মদিনায় হিজরত কারীদের মাঝে যারা সবার শেষে আসেন তারা ছিলেন হযরত আলী (রা.) এবং হযরত সুহায়েব বিন সিনান(রা.)। এটি রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। মহানবী (সা.) তখন কুবায় অবস্থানরত ছিলেন, তখনও তিনি মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেননি। (আত্তাবাকাতু কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ:১৭২)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সুহায়েব(রা.) মদিনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলে মুশরিকদের একটি দল তার পিছু ধাওয়া করে। তখন তিনি নিজ বাহন থেকে নামেন এবং তূণে থাকা সব তির বের করে বলেন, হে কুরাইশের দল! তোমাদের জানা আছে যে, আমি তোমাদের দক্ষ তিরন্দাজদের একজন। আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে যতগুলো তির আছে সবগুলো তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে আসতে পারবেনা। এছাড়াও নিরস্ত্র না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের ওপর তরবারির আঘাত হানব। এখন তোমাদের যা ইচ্ছে কর, তোমরা যদি আমার ধনসম্পদ চাও তাহলে আমার ধনসম্পদ সম্পর্কে তোমাদের বলে দিচ্ছি যে, সেগুলো কোথায় আছে, তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও। তারা বলল, ঠিক আছে। অতএব হযরত সুহায়েব তাদেরকে (সে সম্পর্কে) জানিয়ে দেন। অতঃপর হযরত সুহায়েব (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে সব খুলে বলেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, এই বাণিজ্যে আবু ইয়াহিয়া লাভবান হয়েছে। তোমার বাণিজ্য লাভজনক হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ, আর কতক মানুষ এমনও আছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিক্রি করে দেয় আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।

(সূরাবাকারা: ২০৮)

আরেক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত সুহায়েব (রা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মহানবী (সা.)–এর সকাশে উপস্থিত হন। তখন তিনি কুবায় ছিলেন আর তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)এবং হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন। আর তখন সবার সামনে তরতাজা খেজুরও ছিল যা হযরত কুলুসম বিন হিদাম(রা.)নিয়ে এসেছিলেন। পথিমধ্যে হযরত সুহায়েব (রা.)-এর চোখ ওঠা রোগ হয়। অর্থাৎ চোখের পীড়া হয়েছিল আর তার প্রচণ্ড ক্ষুধাও ছিল, সফরের কারণে ক্লান্তও ছিলেন। হযরত সুহায়েব (রা.) খেজুর খাওয়ার জন্য সামনে হাত বাড়ালে হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সুহায়েবকে দেখুন, তার চোখওঠা রোগ হয়েছে অথচ সে খেজুর খাচ্ছে। মহানবী (সা.) রসিকতা করে বলেন, তুমি খেজুর খাচ্ছ! অথচ তোমার চোখওঠা রোগ হয়েছে অর্থাৎ চোখ ফুলে আছে আর পানি ঝরছে। তখন হযরত সুহায়েব (রা.)নিবেদন করেন, আমার চোখের যে অংশটুক ভালো আছে আমি সে অংশ দিয়ে খাচ্ছি। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুচকি হাসেন। অতঃপর হযরত সুহায়েব (রা.) হযরত আবুবকর (রা.)-কে বলেন, আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, হিজরতের সময় আপনি আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন কিন্তু আপনি আমাকে রেখে চলে এসেছেন। এরপর তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)!আপনি আমাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর আপনিও আমাকে রেখে চলে এলেন? কুরাইশরা আমাকে ধরে আটক করে রাখে। আমি আমার ধনসম্পদের বিনিময়ে নিজেকে ও পরিবারকে ক্রয় করেছি। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার বাণিজ্য লাভজনক হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ

অর্থাৎ আর কতক মানুষ এমনও আছে যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিক্রি করে দেয় আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। (সূরাবাকারা: ২০৮)

হযরত সুহায়েব (রা.) নিবেদনকরেন যে, হে আল্লাহ্ররসূল (সা.)! আমি এক মুদ্ অর্থাৎআধা কেজি আটা পাথেয় হিসেবে সাথে নিয়েছিলাম। আমি আবোয়াহ্ নামক স্থানে সেই আটা খামির করেছিলাম (আর্থাৎ রুটি বানিয়ে খাই) আর এরপর আপনার সকাশে এসে উপস্থিত হয়েছি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭২)

অর্থাৎ এ সফরে কেবল এতটুকুই তার আহার ছিল।

হযরত মুসলেহ্মওউদ (রা.) তার সম্পর্কে বলেন,

" হযরত সুহায়েব (রা.) একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ব্যবসা-

বাণিজ্য করতেন এবং মক্কার স্বচ্ছল ব্যক্তিদের মাঝে গণ্য হতেন, কিন্তু বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও আর দাসত্ব থেকে স্বাধীন হওয়ার পরও কুরাইশরা তাকে প্রহার করে অচেতন করে ফেলত। মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরত করলে সুহায়েব(রা.)ও মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন।কিন্তু মক্কার লোকেরা তাকে বাধা দেয় এবং বলে, তুমি মক্কায় যে সম্পদ বানিয়েছ তা মক্কার বাইরে কীভাবে নিয়ে যেতে পার! আমরা তোমাকে মক্কা থেকে যেতে দিবনা। সুহায়েব (রা.) বলেন, আমি যদি এসব সম্পদ ছেড়ে যাই তাহলে কি তোমরা আমাকে যেতে দিবে? তারা এ কথায় সম্মত হয় আর তিনি (রা.) তার সমস্ত সম্পত্তি মক্কাবাসীর হাতে তুলে দিয়ে শূন্য হাতে মদিনা চলে যান এবং মহানবী (সা.)-এর চরণে গিয়ে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) বলেন, হে সুহায়েব! তোমার এই ব্যবসা পূর্বের সমস্ত ব্যবসার তুলনায় অধিক লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে পণ্যের বিনিময়ে তুমি অর্থ গ্রহণ করতে কিন্তু এখন অর্থের বিনিময়ে তুমি ঈমান লাভ করেছ।

(দীবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, ২০তম খণ্ড, পৃ: ১৯৪-১৯৫)

সুহায়েব (রা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে গেলে মহানবী (সা.) তার ও হযরতহারেস বিন সিম্মার (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বন্ধন স্থাপনকরে দেন। হযরত সুহায়েব (রা.) বদর, উহুদ ও পরিখাসহ সকলযুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯)

হযরত আয়েয বিন আমর (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, একদা হযরত সালমান (রা.), হযরত সুহায়েব (রা.) এবং হযরত বিলাল (রা.) লোকজনের মাঝে বসে ছিলেন, তখন আবুসুফিয়ান বিন হারব্ তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা বলল, মহান আল্লাহ্‌র তরবারি এখনও আল্লাহ্‌র শত্রুদের মুণ্ডুচ্ছেদ করেনি। তখন হযরত আবুবকর (রা.) বলেন, তোমরা কি কুরাইশদের নেতৃস্থায়ীয় ব্যক্তি ও নেতা সম্পর্কে এমন কথা বলছ? এ কথা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করা হলেতিনি (সা.) বলেন, হে আবুবকর! সম্ভবত তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করেছ। যদি তুমি তাদেরকে রাগান্বিত করে থাকো, তাহলে তুমি তোমার মহান প্রভুকে ক্রোধান্বিত করেছ। একথা শুনে হযরত আবুবকর (রা.) সেই লোকদের কাছে ফিরে যান এবং বলেন, হে আমার ভাইয়েরা! সম্ভবত তোমরা(আমার কথায়) অসন্তুষ্ট হয়েছ। তারা উত্তর দেয় যে, হে আবুবকর! না, (আমরা অসন্তুষ্ট হইনি) আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৮৮৫)

হযরত সুহায়েব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যে যুদ্ধাভিযানেই অংশগ্রহণ করেছেন, আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (সা.) যখনই বয়আত নিয়েছেন, আমি তাতে অংশ নিয়েছি। তিনি (সা.) যে সেনা অভিযানই প্রেরণ করেছেন, আমিতার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম আর তিনি (সা.) যে যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছেন, আমিও তাঁর (সা.) সাথে সহযোদ্ধা ছিলাম। আমি মহানবী (সা.)-এর ডানে অথবা বামে থাকতাম। মানুষ যখন সম্মুখ থেকে বিপদের আশঙ্কা করতো, আমি তখন তাদের সম্মুখে থাকতাম। আর মানুষ যখন পিছন থেকে বিপদের আশঙ্কা করতো, আমি তখন তাদের পিছনে থাকতাম। আমি মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনো তাঁকে (সা.)শত্রুদের এবং আমার মাঝখানে আসতে দিই নি। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫)

হযরত সুহায়েব (রা.) বৃদ্ধকালে লোকজনকে একত্রিত করে খুবই উৎফুল্ল চিত্তে নিজের যুদ্ধ সংক্রান্ত চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী শুনাতেন।

(সীরুসসাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৮)

হযরত সুহায়েব (রা.)-এর ভাষায় অনারবসূলভ বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থাৎ আরবদের ন্যায় বাকপটুতা ছিলনা যায়েদ বিন আসলাম তাঁর পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উমরের সাথে বের হই। এক পর্যায়ে তিনি ‘আলিয়া’ নামক স্থানে (অবস্থিত) হযরত সুহায়েবের একটি বাগানে প্রবেশ করেন। হযরত সুহায়েব যখন হযরত উমরকে দেখেন তখন তিনি বলেন, ইয়ান্নাস, ইয়ান্নাস। হযরত উমরে এমন মনে হলো যেন তিনি আন্নাস বলছেন। তখন হযরত উমর বলেন, তার কী হয়েছে, তিনি মানুষকে কেন ডাকছেন? বর্ণনাকারবলেন, আবিললাম, তিনি নিজের দাসকে ডাকছেন, যার নাম ইয়োহান্নাস। মুখের জড়তার কারণে তিনি তাকে এভাবে ডাকছেন। (এরপর সেখানে আরো কথা হয়,) হযরত উমর বলেন, হে সুহায়েব! তিনটি বিষয় ছাড়া আমি তোমার মাঝে আর কোন ত্রুটি দেখিনা। তোমার মাঝে যদি সেগুলো না থাকত তাহলে আর কাউকেই আমি তোমার ওপর প্রাধান্য দিতাম না। আমি দেখি যে, তুমি আরব হিসেবে নিজের পরিচয় দাও অথচ তোমার ভাষা আরবী নয়। তুমি তোমার উপনাম আবু ইয়াহিয়া বলে থাক, যা একজন নবীর নাম। এছাড়া তুমি তোমার সম্পদের অপব্যয় কর। হযরত সুহায়েব (রা.) উত্তরে বলেন, সম্পদের অপব্যয় সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো-আমিতা সেখানেই ব্যয় করি যেখানে ব্যয় করা আবশ্যক, আমি অপব্যয় করিনা। আমার ডাকনামের যতটুকু সম্পর্ক, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য হলো মহানবী (সা.) আমার ডাকনাম আবুইয়াহিয়া রেখেছিলেন। আমি এটি কখনো পরিত্যাগ করব না। এছাড়া আরবদের প্রতি আরোপিত হওয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো-অল্পবয়সেই রোমানরা আমাকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল, তাই আমি তাদের ভাষা শিখেছি, (কিন্তু বাস্তবে) আমি নামের বিন কাসেত গোত্রের সদস্য।

হযরত উমর (রা.) হযরত সুহায়েব (রা.)-কে খুব ভালোবাসতেন এবং তার সম্পর্কে খুবই ভালো ধারণা রাখতেন। এমনকি হযরত উমর (রা.) যখন আহত হন তখন তিনি ওসীয়্যত করেন যে, আমার জানাযার নামায সুহায়েব পড়াবেন এবং তিন দিন পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের নামাযের ইমাম হবেন যতক্ষণ না শূরায় (পরামর্শ সভা) অংশগ্রহণকারীরা খলীফা সম্পর্কে একমত হয়।

৩৮ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হযরত সুহায়েব (রা.) মৃত্যু বরণ করেন। কারো কারো মতে তার মৃত্যু হয়েছে ৩৯ হিজরী সনে। মৃত্যুকালে হযরত সুহায়েবের বয়স ছিল ৭৩ বছর,আবার কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তার বয়স ৭০ বছর ছিল। তিনি মদিনাতে সমাহিত হয়েছেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণহবে তিনি হলেন, হযরত সা’দ বিন রবি (রা.)। হযরত সা’দ বিন রবি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনুহারেস বংশের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম রবি বিন আমর এবং মাতার নাম ছিল হুযায়লা বিনতে এনাবা। হযরত সা’দ (রা.)-এর দুজন স্ত্রী ছিলেন। একজনের নাম ছিল আমরা বিনতে আযম এবং অপরজনের নাম ছিল হাবীব ।বিনতে যায়েদ। হযরত সা’দ বিন রবি (রা.)-র দুই মেয়ে ছিল। এক জনের নাম ছিল উম্মে সা’দ, একস্থানে তাকে উম্মে সাঈদও লেখা হয়েছে, তার আসল নাম ছিল জামিলা।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৫)

হযরত সা’দ বিন রবি (রা.) অজ্ঞতার যুগেও লেখাপড়া জানতেন, যখন খুব কম লোকেরই পড়াশোনা জানা ছিল। হযরত সা’দ বনুহারেস গোত্রের নকীব বা সর্দার ছিলেন। তার সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.)ও একই গোত্রের নেতা ছিলেন। হযরত সা’দ (রা.) আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়আতের সময় উপস্থিত ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৪)

মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) হযরতসা’দ (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত হলো, হযরত আব্দুররহমান বিন অউফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের মদিনায় আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে এবং হযরত সা’দ বিন রবি (রা.)-কে পরস্পর ভাই-ভাইবানিয়ে দেন। তখন সা’দ বিন রবি (রা.) বলেন, আমি আনসারদের মাঝে অধিক সম্পদশালী, কাজেই আমি (আমার সম্পদ) ভাগ করে অর্ধেকটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি,আর আমার দুইজন স্ত্রীর মধ্যে থেকে যাকে আপনার পছন্দ তাকে আমি আপনার জন্য ছেড়ে দিব। তার ইদ্দত পূর্ণ হবার পর আপনি তাকে বিয়ে করুন। একথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) হযরত সা’দ (রা.)-কে বলেন, আমার এসবের কোন প্রয়োজন নেই।

আপনি শুধু বলুন, এখানে কোন বাজার আছে কি যেখানে ব্যবসাবাণিজ্য হয়। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, কায়নুকার বাজার রয়েছে। এটি জানার পর হযরত আব্দুররহমান (রা.) প্রভাত সেখানে যান এবং সেখান থেকে পনির ও ঘি নিয়ে আসেন। এভাবে তিনি প্রতিদিন সকালে সেই বাজারে যেতে থাকেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আব্দুররহমান (রা.) আসেন এবং তার গায়ে জাফরানের চিহ্ন ছিল। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তার বিয়ে হয়ে গেছে কিনা–এটি মহানবী (সা.) এর জানা ছিল না। (সে যুগে) বিয়ে হয়ে যাওয়ার চিহ্ন হতো গায়ে জাফরান লাগানো। যাহোক মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? তিনি বলেন, জ্বী,হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কাকে? উত্তরে তিনি বলেন,আনসারদেরএকজন নারীকে। তিনি (সা.) জানতে চান, মোহরানা কত দিয়েছ? তিনি বলেন, একটি খেজুর-আঁটির সমান স্বর্ণ বা স্বর্ণের একটি আঁটি। মহানবী (সা.) বলেন, একটি ছাগল জবাই করে হলেও ওয়ালিমা কর।

(বুখারী কিতাবুল বুয়ু, হাদীস-২০৪৮)

অর্থাৎ তার (আর্থিক) সামর্থ্য অনুসারে ওয়ালিমার দাওয়াতের আয়োজন করার প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। হযরতসা'দ বিন রবীবদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) বলেন, কে আমাকে সা'দ বিন রবী-র সংবাদ এনে দিবে? এক ব্যক্তি বলেন, আমি। অতএব তিনি গিয়ে নিহতদের মাঝে তাকে খুঁজতে আরম্ভ করেন। হযরত সা'দ সেই ব্যক্তিকে দেখে বলেন, তুমি কেমন আছ? সেই ব্যক্তি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর (সা.) কাছে আপনার সংবাদ নিয়ে যাওয়ার জন্য। হযরত সা'দ বলেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে আমার সালাম পৌঁছাবে এবং তাঁকে (সা.) একথা জানিও যে, আমার শরীরে বর্শার বারোটি আঘাত লেগেছে, আর আমার প্রতিপক্ষ যোদ্ধারা দোযখে পৌঁছে গিয়েছে, (অর্থাৎ যে-ই আমার সাথে লড়াই করেছে, তাকে আমি হত্যা করেছি)। আর আমার জাতিকে বলো, যদি রসূলুল্লাহ্ (সা.) শহীদ হয়ে যান আর তোমাদের মাঝে কোন এক ব্যক্তিও জীবিত থাকে তাহলে আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবেনা। কথিত আছে, যে ব্যক্তি তার কাছে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উবাই বিন কা'ব। হযরত সা'দ হযরত উবাই বিন কা'বকে বলেন, তোমার জাতিকে বলো, সা'দ বিন রবী তোমাদেরকে এই বার্তা দিয়েছেন যে–আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আকাবার রাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যে অঙ্গীকার তোমরা করেছিলে তা স্মরণ রেখো–এটি ভিন্নএকটি রেওয়ায়েত। আল্লাহ্ রকসম, আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবেনা যদি কাফেররা তোমাদের নবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তোমাদের মধ্যে কোন একজনেরও চোখ নাড়ানোর সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তিও যদি জীবিত থাকে, তাহলে আল্লাহ্র কাছে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবেনা। হযরত উবাই বিনকা'ব বর্ণনা করেন, আমি তখনও সেখানেই ছিলাম, (অর্থাৎ হযরত সা'দের পাশেই ছিলেন), এমতাবস্থায় হযরত সা'দ বিন রবী ইহধাম ত্যাগ করেন; তিনি তখন আঘাতে-আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ছিলেন। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে ফিরে আসি এবং তাঁকে (সা.) সব কিছু অবহিত করি যে, এই-এই কথা হয়েছিল, তার অবস্থা এরূপ ছিল এবং এভাবে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্তা'লা তার প্রতি কৃপা করুন, তিনি জীবিত অবস্থায়ও এবং মৃত্যুর পরও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সা.) হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। হযরত সা'দ বিন রবী ও হযরত খারেজা বিন যায়েদকে একই কবরে সমাহিত করা হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৬) (আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৭) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ:৪৩২-৪৩৩)

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত সা'দের শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে, মহানবী (সা.) রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন,আর শহীদদের লাশের খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছিল। মুসলমানদের সম্মুখে তখন যে দৃশ্য ছিলতা রক্তাশ্রু ঝরানোর মতো ছিল। অর্থাৎ যখন যুদ্ধ শেষ হয় তখন মহানবী (সা.) আহত হওয়া সত্ত্বেও রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন আর শহীদদের লাশের খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু হয় যে, তাদের কীভাবে সমাহিত করা হবে, এছাড়া আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কাজ আরম্ভ হয়। যাহোক তখন যে দৃশ্য মুসলমানদের সামনে ছিল তা এতটা ভয়ংকর ছিল যে, তিনি বলেন, তা রক্তাশ্রু ঝরানোর মতো ছিল। সত্তর জন মুসলমান রক্ত ও ধূলোমলিন দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়েছিলেন এবংআরবের বর্বর অঙ্গচ্ছেদ প্রথার ভয়াল দৃশ্য তুলে ধরছিলেন। অর্থাৎ তারা কেবল শহীদ-ই হননি, বরং তাদের অঙ্গচ্ছেদও করা হয়েছিল; তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করা হয়েছিল, তাদের চেহারাবিকৃত করা হয়েছিল।তিনি লিখেন যে, এই নিহতদের মধ্যে কেবল ছয়জন ছিলেন মুহাজির, বাকি সবাই ছিলেন আনসার; আর কুরাইশের নিহতদের সংখ্যা ছিল তেইশ। মহানবী (সা.) যখন তাঁর চাচা ও দুধভাই হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের লাশের কাছে পৌঁছেন তখন তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারানোর উপক্রম হয়, কেননা আবুসুফিয়ানের নির্দয় স্ত্রী হিন্দ তার লাশকে নির্মমভাবে বিকৃত করেছিল। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারায় দুঃখ ও ক্ষোভের ছাপ স্পষ্ট ছিল। এক মূহুর্তের জন্য তিনি এটিও ভাবেন যে, মক্কার এই বন্য পশুদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরই মতো আচরণ না করা হবে,তারা সম্ভবত সম্বিৎ ফিরে পাবেনা এবং তাদের শিক্ষা হবেনা, কিন্তু তিনি (সা.) এ চিন্তা থেকে বিরত হন এবং ধৈর্য ধারণ করেন,বরং এরপর মহানবী (সা.) অঙ্গ বিকৃত করার যে প্রথা ছিল অর্থাৎ চেহারা বিকৃত করা কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটার পূর্বরীতি ইসলাম ধর্মে চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, শত্রুরা যা-ই করুক না কেন তোমরা এ ধরনের পাশবিক আচরণ থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকবে এবং পুণ্য ও অনুগ্রহের রীতি অবলম্বন করবে। মহানবী (সা.)-এর ফুপু সাফিয়া বিনতে আব্দুলমুত্তালিব তার ভাই হামযাকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন। তিনিও মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে মদিনা থেকে বেরিয়ে আসেন। তার ছেলে যুবায়ের ইবনুল আওয়াম-কে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তোমার মাকে মামার লাশ দেখাবে না, কিন্তু বোনের ভালোবাসা কি আর বাধন মানে? ছেলে যদিও বলেছিল যে, হযরত হামযার লাশ দেখবেন না, কেননা তার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, চেহারা বিকৃত করা হয়েছে, তারপরও তিনি পীড়াপীড়ি করে বলেন,আমাকে হামযার লাশ দেখাও। আমি কথা দিচ্ছি, ধৈর্য ধারণ করবো এবং হাহুতাশমূলক কোন কথা উচ্চারণ করব না। অতএব তিনি সেখানে যান এবং ভাইয়ের লাশ দেখে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়ে চুপ হয়ে যান।

এরপর তিনি [অর্থাৎহযরত মির্যাবশীর আহমদ সাহেব (রা.)] লিখেন, কুরাইশরা অন্যান্য সাহাবীর লাশের সাথেও একই ব্যবহার করে। মহানবী (সা.)-এর ফুপাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ -এর লাশকেও ঘৃণ্যভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। মহানবী (সা.) এক লাশের পর অন্য লাশের কাছে যান আর তাঁর চেহারায় দুঃখ ও কষ্টের ছাপ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। খুব সম্ভব তখনই মহানবী (সা.) বলেন, কেউ গিয়ে দেখযে,আনসারদের গোত্রপ্রধান সা'দ বিরবী'র কী অবস্থা, তিনি জীবিত আছেন নাকি শহীদ হয়ে গিয়েছেন, কেননা যুদ্ধের সময় আমি তাকে শত্রুদের বর্ষায় মারাত্মকভাবে পরিবেষ্টিত দেখেছি। মহানবী (সা.) এর নির্দেশে একজন আনসারী সাহাবী উবাই বিন কা'ব যান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এদিক সেদিক সা'দকে অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কোন খোঁজ পাননি। পরিশেষে তিনি উচ্চস্বরে ডাকতে থাকেন এবং সা'দের নাম ধরে ডাকেন,কিন্তু তারপরও তার কোন খোঁজ পাননি। নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলে হঠাৎ তার মনে হলো যে,আমি মহানবী (সা.)-এর নাম নিয়ে ডেকে দেখি, এতে করে হয়ত জানা যাবে। অর্থাৎ প্রথমে শুধু নাম ধরে ডাকেন এরপর ভাবেন, মহানবী (সা.)-এর কথা বলে ডেকে দেখি

যে, তিনি (সা.) তোমাকে খোঁজার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং তিনি উচ্চস্বরে ডেকে বলেন, সা'দ বিন রবী কোথায় আছেন? মহানবী (সা.) আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এই ধ্বনি সা'দের মৃত্যুপথযাত্রী দেহে এক বিদ্যুৎ প্রবাহ বইয়ে দেয়। লাশের স্তুপের মধ্যে তিনি মৃতপ্রায় পড়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর নাম শুনে তার শরীরে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং তিনি হতচকিত অথচ অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলেন, কে তুমি? আমি এখানে। উবাই বিন কা'ব ভালোভাবে তাকান আর কিছুটা দূরে লাশের একটি স্তুপে সা'দকে খুঁজে পান যিনি তখন অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। উবাই বিন কা'ব তাকে বলেন, আমাকে মহানবী (সা.) পাঠিয়েছেন তোমার খবরাখবর জেনে তাঁকে (সা.) অবগত করার জন্য। সা'দ উত্তরে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমার সালাম দিয়ে বলবেন, খোদার রসূলগণ তাদের অনুসারীদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার কারণে যে প্রতিদান লাভ করেন আল্লাহ্‌তা'লা সেই প্রতিদান আপনাকে সকল নবীর চেয়ে অধিক প্রদান করুন এবং আপনার অন্তর প্রশান্ত করুন। অপরদিকে আমার মুসলমান ভাইদেরকেও আমার সালাম পৌঁছাবেন এবং আমার জাতিকে বলবেন, তোমাদের জীবন থাকতে যদি মহানবী (সা.) এর কোন ক্ষতি হয় তবে আল্লাহ্‌র সামনে তোমাদের কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবেনা। এ কথা বলে সা'দ ইহলোক ত্যাগ করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০০-৫০১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ ঘটনা নিজের ভাষায় বর্ণনা করে বলেন, "উহুদের যুদ্ধের একটি ঘটনা রয়েছে। যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) হযরত উবাই বিন কা'বকে বলেন, যাও! আহতদের খবরাখবর নাও। খবরাখবর নেওয়ার এক পর্যায়ে তিনি হযরত সা'দ বিন রবীর কাছে পৌঁছেন। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ছিলেন। তিনি তাকেবলেন, তোমার স্বজাতি ও আত্মীয়-স্বজনকে কোনবার্তা পৌঁছানোর থাকলে আমাকে বল। হযরত সা'দ মুচকি হেসে বলেন, কোন মুসলমানের এদিকে আসার অপেক্ষায়ই আমি ছিলাম যেন বার্তা দিতে পারি। তুমি আমার হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার কর যে, আমার এ বার্তা অবশ্যই পৌঁছাবে। এরপর তিনি তাকে যে বার্তা দেন তা হলো, আমার মুসলমান ভাইদেরকে আমার সালাম পৌঁছাবে এবং আমার জাতি ও আত্মীয়-স্বজনকে বলবে মহানবী (স.) আমাদের কাছে আল্লাহ্‌তা'লার সর্বোত্তম এক আমানত। আমরা জীবন বাজি রেখে এ আমানতের সুরক্ষা করেছি। এখন আমরা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি আর এ আমানতের সুরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত করছি। তাঁর সুরক্ষার দায়িত্বে তোমরা যেন কোন ত্রুটি করোনা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)বলেন, দেখুন! মানুষ যখন বুঝতে পারে যে,আমি এখন মারা যাচ্ছি তখন তার মাথায় বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আসে। সে ভাবে, আমার স্ত্রীর কীহবে? আমার সন্তানদের খোঁজ খবর কে নিবে? কিন্তু এই সাহাবী এরূপ কোন কথা বলেননি। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, আমরা মহানবী (স.)-এর সুরক্ষা করতে করতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমরাও এ পথে আমাদের পেছনে আস। সবচেয়ে বড় কাজ হলো, মহানবী (স.) এর সুরক্ষা করা। তিনি লিখেন, এ ঈমানী শক্তিই তাদের মাঝে ছিল, যদ্বারা তারা পুরো পৃথিবীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। রোমান ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসন তারা ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। রোমের বাদশাহ্ (কায়সার) বিস্মিত ছিল যে, এরা কারা? কিসরা (বা ইরানের বাদশাহ্) তার সেনাপতিকে লিখেছে, তোমরা যদি এ আরবদেরকেও পরাজিত করতে না পার তবে ফেরত চলে আস আর ঘরে (নারীদের ন্যায়) চুড়ি পরে বসে থাক। সে তার সেনাপতিকে বলে যে, এরা গুইসাপ খাওয়া মানুষ তুমি এদেরকেও প্রতিহত করতে পার না! অর্থাৎ একেবারে সাধারণ মানুষ, খাবারও তাদের জোটেনা, গুইসাপ খেয়ে থাকে। সেনাপতি উত্তরে বলে, এদের মাঝে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা বিদ্যমান যে, এদেরকে মানুষ বলে মনে হয় না,এরা ভিন্ন কোন সৃষ্টি বা সাক্ষাৎ কোন আপদ, এরা তরবারি ও বর্শার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৮) এদের মধ্যে এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা রয়েছে, আমরা কীভাবে এদেরকে পরাস্ত করতে পারি?

একবার হযরত সা'দ বিন রবী-র মেয়ে উম্মে সা'দ হযরত আবুবকর (রা.)-এর নিকট আসেন।তখন তিনি (রা.) তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দেন। হযরত উমর (রা.) এসে জিজ্ঞেস করেন ইনি কে? হযরত আবুবকর (রা.) উত্তরে বলেন, ইনি সেই ব্যক্তির কন্যা যিনি আমার এবং তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে রসূলের খলীফা! সেই ব্যক্তি কে? হযরত আবুবকর (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি হলেন তিনি যার মৃত্যু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় হয়েছিল। তিনি জান্নাতে নিজের ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন অথচ আমি ও তুমি এখনও এর অপেক্ষায় আছি। (আল আসাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৫)

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দ বিন রবী-র স্ত্রী তার দুই কন্যাসহ মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)!এদের উভয়েই হযরত সা'দ বিন রবীর কন্যা যিনি আপনার সাথে সহযোদ্ধা হিসাবে উহুদের দিন রণক্ষেত্রে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেছেন। তাদের চাচা তাদের উভয়ের সম্পদ নিয়ে নিয়েছে, তারা কিছুই পায়নি। তাদের জন্য কোন সম্পদ অবশিষ্ট রাখেনি; আর যতক্ষণ সম্পদ তাদের হাতে না আসবে তাদের বিয়ে হওয়া সম্ভবপর নয়। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। এরপর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের উভয়ের চাচাকে ডেকে বলেন, সা'দের কন্যাদেরকে সা'দের সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হস্তান্তর কর, তাদের মাকে এক অষ্টমাংশ দাও, আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোমার। (সুনান তিরমিযি, কিতাবুল ফারায়েয, হাদীস-২০৯২)

এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সিরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে কিছুটা বিশদ আলোচনা করে লিখেন যে,হযরত সা'দ একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। নিজ গোত্রে স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখতেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিলনা, শুধুমাত্র দুই মেয়ে এবং স্ত্রী ছিল। যেহেতু তখনও মহানবী (সা.)-এর প্রতি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন নতুন শিক্ষা অবতীর্ণ হয় নি আর সাহাবীদের মাঝে আরবের প্রাচীন রীতি অনুসারে উত্তরাধিকার বণ্টন হতো, মৃত ব্যক্তির কোন পুত্রসন্তান না থাকলে তার পৈত্রিক সূত্রের আত্মীয়রা তার সম্পত্তি করতলগত করত এবং বিধবা স্ত্রী ও মেয়েরা রিক্তহস্ত রয়ে যেত, এজন্য সা'দ বিন রবীর ভাই তার শাহাদাতের পর তার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করে নেয় এবংতার বিধবা স্ত্রী ও মেয়েরা একেবারে রিক্তহস্ত থেকে যায়। এ কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সা'দের বিধবা স্ত্রী নিজ দুই কন্যাসন্তানকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে পুরো বৃত্তান্ত তুলে ধরে নিজের মর্মযাতনার কথা উল্লেখ করেন। এই করুণ কাহিনী মহানবী (সা.)-এর পবিত্র প্রকৃতিকে বেদনা বিহ্বল করে তুলে; কিন্তু যেহেতু তখনও এ ব্যাপারে খোদাতা'লার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি কোন শিক্ষা অবতীর্ণ হয় নি; তাই তিনি বলেন, তুমি অপেক্ষা কর। খোদার পক্ষ থেকে যে শিক্ষা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

LOVE FOR ALL RESTURANT
Sahadul Mondal
(Mob. 7427968628, 9744110193)
Kirtoniyapara
Murshidabad, W.B

অবতীর্ণ হবে সে অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে (আল্লাহ্‌তা'লার) প্রতি মনোনিবেশ করেন আর স্বল্পকাল অতিবাহিত হতে না হতেই তাঁর (সা.) প্রতি উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সেসব আয়াত অবতীর্ণ হয় যা কুরআন শরীফের সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। তখন মহানবী (সা.) হযরত সা'দের ভাইকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, সা'দের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই তৃতীয়াংশ তার মেয়েদেরকে এবং এক অষ্টমাংশ তোমার ভাবির হাতে তুলে দাও আর অবশিষ্টাংশ তুমি নিয়ে নাও। তখন থেকে উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত সর্বশেষ বিধান প্রবর্তিত হয়। সে অনুসারে মৃত স্বামীর সন্তান থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তিরএক-অষ্টমাংশের উত্তরাধিকারী হবে তার স্ত্রী আর স্বামী যদি নিঃসন্তান হয় তবে স্ত্রী তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এক-চতুর্থাংশ পাবে। মেয়েরা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে ভাইয়ের অর্ধেক পাবে। তবে যদি ভাই না থাকে তাহলে অবস্থাভেদে পুরো রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ বা সম্পত্তির অর্ধেকের উত্তরাধিকারী হবে। মাতা পুত্রের এক-ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হবেন,যদি পুত্রের সন্তান থাকে। আর যদি সন্তান না থাকে তাহলে মা এক-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হবেন। একইভাবে অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারিত হয় এবং নারীর সেই স্বাভাবিক অধিকার,যা পূর্বে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তা এভাবে সে পুনরায় ফিরে পায়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবএকটি নোট লিখেছেন।তিনি লিখেন, এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষারএকটি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য হলো- তিনি নারী জাতির সকল বৈধ ও আবশ্যিক অধিকার পরিপূর্ণ রূপে সুরক্ষা করেছেন। বরং সত্য কথা হলো, মানব ইতিহাসে মহানবী (সা.)-এর পূর্বে বা পরে এমন কোন ব্যক্তি অতিবাহিত হয়নি যে এভাবে নারী জাতির অধিকার সুরক্ষা করেছে। যেমন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, বিয়েশাদীর ক্ষেত্রে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তালাকএবং খোলার ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানো ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে, শিক্ষাদীক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে, সন্তানের অভিভাবক হওয়া ও শিক্ষার ক্ষেত্রে, জাতিগত ও দেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে, ধর্মীয় অধিকার এবং দায়িত্বাবলীর ক্ষেত্রে, বস্তুত জাগতিক এবং ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রে, যেখানেই নারী জাতি ভূমিকা রাখতে পারে মহানবী (সা.) তার সমস্ত প্রাপ্য বৈধ অধিকার প্রদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। নারীরঅধিকার রক্ষা করাকে তাঁর উম্মতের জন্য একটি পবিত্র আমানত এবং আবশ্যকীয় দায়িত্ব আখ্যায়িত করেছেন। এ কারণেই, আরবের নারীরা মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবকে নিজেদের মুক্তির সনদ মনে করত।

অতঃপর তিনি আরো লিখেন আমি উক্ত বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করলে মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হতে হয়, অর্থাৎ নারীর অধিকারের বিষয়টি আলোচ্য নয়,তাই বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই নতুবা আমি উল্লেখ করতাম যে, নারী জাতি সম্পর্কে তাঁর (সা.) শিক্ষা সত্যিকার অর্থে সেই মহানমার্গে উপনীত যে পর্যায়ে পৃথিবীর কোন ধর্ম এবং কোন সমাজব্যবস্থা পৌঁছয়নি। আর নিশ্চয় তাঁরনিম্নোক্ত প্রিয় উক্তিটি এক গভীর সত্যের পরিচায়ক যে; حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ জাগতিক বিভিন্ন জিনিসের মধ্য থেকে আমার প্রকৃতিতে যেসব জিনিসের প্রতি প্রকৃতিগত ভালোবাসা রাখা হয়েছে তাহলো- নারী এবং সুগন্ধি। কিন্তু আমার নয়নের প্রশান্তি নামায অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যেই নিহিত।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫০৭-৫০৯)

বর্তমান বিশ্ব নারীর অধিকারের বিষয়ে বুলি আওড়ায় আর কয়েকটি ভাসাভাসা কথাকে উত্থাপন করে, যার সাথে তাদের স্বাধীনতার কোন সম্পর্কই নেই। পক্ষান্তরে, ইসলাম নারীদের বিষয়ে যে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা-ও নারীজাতির সম্মান প্রতিষ্ঠা করা এবং ঘরের শান্তি আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুশিক্ষার জন্য আরোপ করেছে। অথচ এগুলো নিয়ে ইসলামের উপর আপত্তিকারীরা আপত্তি করে থাকে। সত্যিকার অর্থে নার স্বাধীনতা এবং তার অধিকার প্রদানের সত্যিকার শিক্ষা ইসলামই প্রদান করে। আল্লাহ্ করুন বিশ্ববাসী যেন এই সত্যকে অনুধাবন করে আর নোংরামি ও ফিৎনা-ফ্যাসাদ থেকে যেন দূরে থাকে,আর আমাদের নারীরাও যেন এই সত্যকে অনুধাবন করে। ইসলাম নারীদের যে মর্যাদা দিয়েছে তা যেন তারা অনুধাবন করতে পারে। কেননা এই অধিকার অন্য কোন ধর্মও দেয় নি আর নারী অধিকারের নামে নামসর্বস্ব তথাকথিত আলোকিত কোন সংগঠন এবংআন্দোলনও প্রদান করেনি। আল্লাহ্‌তা'লা পুরুষদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মহিলাদের প্রাপ্য প্রদানের তৌফিক দান করুন যেনএকটি শান্তিপূর্ণ সমাজ রচিত হয়।

এরপর সংক্ষিপ্তভাবে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি দোয়ার আহ্বান করতে চাই, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা করোনা মহামারিরূপী আপদের কবল থেকে জগদ্বাসীকে মুক্ত করেন, আর মানবজাতিকেও আল্লাহ্‌তা'লা এই চেতনাবোধ দান করুন যে, তাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং মুক্তি খোদার সমীপে ঝুঁকা ও বিনত হওয়াএবং ত্যাগ স্বীকার করে পৃথিবী থেকে নৈরাজ্য দুরীভূত করার মাঝে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা বিভিন্ন সরকারকে কাণ্ডজ্ঞান দান করুন যেন তারা ন্যায় নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা শিখে। আমেরিকাতে আজকাল অশান্তি ও অস্বস্তি বিরাজমান। বিশেষভাবে প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্‌তা'লা এর কুফল থেকে নিরাপদ রাখুন। আর সার্বিকভাবে সাধারণজনগণকে নিজেদের দাবিদাওয়া সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং অধিকার আদায়ের তৌফিক দিন। আফ্রো-আমেরিকানরা ভাঙচুরের মাধ্যমে যদি নিজেদের ঘর জ্বালায় তাহলে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। কেননা অনেক আফ্রিকান নেতাও এ সম্পর্কে বলেছে যে, নিজেদের ঘর জ্বালাবে না, নিজেদের ঘর ভাঙচুর করবে না। তবে হ্যাঁ, নিজেদের প্রাপ্য অধিকার বৈধভাবে আদায় করতে পার। অর্থাৎ রাষ্ট্র যতটকু অধিকার দিয়েছে সে অনুযায়ী নিজেদের অধিকার আদায় কর।প্রতিবাদ কর, তবে নিজেদের সম্পত্তি ধ্বংস করে কোনলাভ নেই, বরং এতে নিজেদেরই ক্ষতি। তাই প্রতিবাদকারীদেরও এই বিষয়ে ভাবা উচিত। যাহোক, সরকারী ব্যবস্থাপনারও বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। এসমস্ত নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষাপটে তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল বলপ্রয়োগ করেই সমস্যা নিরসন করা যায়না, আর বল প্রয়োগ বা ক্ষমতা প্রদর্শন সমস্যার সমাধান নয়,বরং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সব নাগরিকের অধিকার প্রদান করলেই সরকার সফল হতে পারে, রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বহাল হতে পারে, এছাড়া নয়। সরকার যত ক্ষমতাধরই হোক না কেন,যদি নাগরিকদের মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন সরকারই টিকে থাকতে পারেনা। যাহোক পৃথিবীর যে স্থানেই নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা আছে, তা দূরীভূত হোক এবং সরকার সাধারণ জনগণের অধিকার আদায় করবে এবং জনগণও নিজেদের বৈধ অধিকার আদায় করার জন্য বৈধ পদ্ধতিতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা শিখবে–আল্লাহ্‌র কাছে এটিই আমার দোয়া।

তেমনিভাবে পাকিস্তান সরকারেরও ভাবা উচিত, কেবল মাত্র মোল্লার ভয়ে বর্তমানে সেখানে আহমদীদের উপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন বাড়ছে তা করবেন না, বরং ন্যায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করুন। নিজেদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণকরুন। আহমদীয়াতের বিষয় নিয়ে বা এই ইস্যু নিয়ে এবং অত্যাচার করে পূর্বেও কোন সরকার টিকেনি আর ভবিষ্যতেও টিকবে না। তাই এই ধারণা পরিত্যাগ করুন যে, এই ইস্যু নিয়ে শাসনকাল দীর্ঘায়িত করতে পারবেন। হ্যাঁ, এ সমস্ত অত্যাচারের ফলে পৃথিবীতে আহমদীয়াতের উন্নতি পূর্বের চেয়ে বেশি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

Mob- 9434056418
শক্তি বাম ®
আপনার পরিবারের আসল বন্ধু...
Producted by:
Sri Ramkrishna Aushadhalaya
VILL- UTTAR HAZIPUR
P.O. + P.S.- DIAMOND HARBOUR
DIST- SOUTH 24 PGS. W.B.- 743331
E-mail : saktibalm@gmail.com
SAKTI BALM
শক্তি বাম

দোয়াপ্রার্থী:
Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এমনই হবে; ইনশাআল্লাহ্। এটি খোদাতা’লার কাজ আর এটিকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। যাহোক, আমরা দোয়া করি, আল্লাহ্‌তা’লা প্রতিটি স্থানে অত্যাচার, নৈরাজ্য ও অশান্তি দূর করুন আর বর্তমানে যে মহামারি বা ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে– এ থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ যেন নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করে। আমাদের আহমদীদের যেন পূর্বের চেয়ে অধিকহারে খোদাতা’লার ইবাদত ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ের তৌফিক লাভ হয়। আমরা যেন পূর্বাপেক্ষা বেশি খোদাতা’লার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি এবং যথাশীঘ্র জামা’তের উন্নতি প্রত্যক্ষ করি।

শেষের পাতার পর......

****

আমরা তিন বছরে অনেকগুলি গবেষণা করে জেনেছি যে LPIN1 প্রোটিনের অনুপস্থিতিতে কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যেটিকে বলা হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিওকুলাম। এটি ক্যালসিয়ামের ভারসাম্য রক্ষা ও প্রোটিন বিভাজনের মত গুরুত্বপূর্ণ জৈব ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান। আমরা দেখিয়েছি যে LPIN1 প্রোটিনের অনুপস্থিতিতে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিওকুলাম ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় ই.আর স্ট্রেস। ই.আর-এর মধ্যে কিছু প্রোটিন থাকে যেগুলির নাম হল SREDP1-c এবং SREDBP2

ই.আর স্ট্রেসের সময় কোষের নিউক্লিয়াস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই প্রোটিনটি ডি.এন.এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় যার ফলে মেদ তৈরীতে অংশগ্রহণকারী জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের গবেষণার বিষয় ছিল, সক্রিয় LPIN1 প্রোটিনের অনুপস্থিতিতে ই.আর-স্ট্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা প্রোটিনকে নিউক্লিয়াসে ত্যাগ করে। এটিই মেদ উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী জিনগুলির সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে ডি.এন.একে প্রভাবিত করে। এই কারণেই ক্ষতিগ্রস্থ পেশিতে অনুপাতে বেশি পরিমাণে মেদ সঞ্চিত হয়। আমরা একাধিক গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ একত্রিত করে তা সত্যায়ন করেছি।

শেষে আমরা ইঁদুরগুলির চিকিৎসা করি টুডকা নামে একটি ওষুধ দ্বারা, যেটি ই.আর-স্ট্রেসকে প্রশমিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এটি রোগীর মধ্যে যকৃতের অসুখের ন্যায় একাধিক অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা এনে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে এটি ইঁদুরের মধ্যে একাধিক অসুখ সারিয়ে তুলছে এবং তাদেরকে সুস্থ্য করছে। পরবর্তী পর্যায়ে ক্লিনিক্যাল ডাক্তারদের সঙ্গে কাজ করতে হবে যাতে প্রমাণ করা যায় যে সত্যিই এই ওষুধটি LPIN1 জিনে পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট রোগ Rhabdo myomysis এর রুগীকে দেওয়া যেতে পারে।

৮ই অক্টোবর, ২০১৯

তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত

১) ভ্যালেরি থোরিন সাহেবা (প্রোটেস্ট্যান্ট সাংবাদিক এবং আফ্রিকান বিষয়াদিতে বিশেষজ্ঞ। তাদের প্রোটেস্ট্যান্ট রেডিও চলছে যেখানে একজন আহমদী বন্ধু সৈয়্যদ আদিবী সাহেব জামাতের বিষয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।)

২) ফ্লোরেন্স টাউবম্যান সাহেবা (ভদ্রমহিলা এভানজেলিক্যাল চার্চের পাদ্রী এবং খ্রীষ্টান-ইহুদী মৈত্রী কমিটির সদর)

৩) আলফোনসিনা বেলিও সাহেবা (ভদ্রমহিলা সমাজবিদ এবং বিশিষ্ট Religuous Labortory of research-এর সঙ্গে যুক্ত।

এঁরা প্রত্যেকে একে একে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে পরিচয় করেন।

আলফোনসিনা বেলিও সাহেবা বলেন যে তিনি ফ্রান্সের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, “এই জলসায় অংশ গ্রহণ করা আমার জীবনের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ ছিল। জলসায় হুযুর আনোয়ার আফ্রিকার অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণও দিয়েছেন। এটি আমাদের দেশের জন্যও ঐতিহাসিক দিন ছিল।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান এর অধীনে নুর হাসপাতালে এক্সরে ও দন্ত চিকিৎসা বিভাগে মহিলা টেকনিশিয়ান পদে দুটি শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী খেদমত করতে ইচ্ছুক মহিলাদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

শর্তাবলী: এক্সরে বিভাগে মহিলা টেকনিশিয়ানের শূন্যপদ

১) নথিভুক্ত ও সরকার অনুমোদিত বোর্ড থেকে Diploma in Radiology Technology এর ডিগ্রি থাকতে হবে এবং Digital Technology and Competency in ECG Technology তে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২) Good Communication Skill থাকা আবশ্যক।

শর্তাবলী: দন্তচিকিৎসা বিভাগে মহিলা টেকনিশয়ান শূন্যপদ (নূর হাসপাতাল)

১) নথিভুক্ত ও সরকার অনুমোদিত বোর্ড থেকে Diploma in dentistry এবং তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২) Good Communication Skill থাকা আবশ্যক।

বিভিন্ন শর্তাবলী

১) প্রত্যাশীর বয়স ২২ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। ২)কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। ৩) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৪) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৫)কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। ৬) নাযারত দিওয়ান থেকে নির্দিষ্ট ফর্মের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র, অভিজ্ঞতার শংসাপত্র, জন্ম-প্রমাণপত্র, আধারকার্ড, ভোটার কার্ড, জামাতীয় রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত ফোটোকপি যুক্ত করা জরুরী। ৭) বদর পত্রিকায় ঘোষণার দুই মাস পর পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে। ৮) আবেদন ফর্মে জেলা আমীর/স্থানীয় আমীর/সদর/সদর লাজনা/মুবাল্লিগ ইনচার্জের মোহর সহ সত্যায়িত স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিন। ৯) ইন্টারভিউয়ের সময় আসল সার্টিফিকেটগুলি অবশ্যই সঙ্গে আনবেন। ১০) প্রত্যাশী ওয়াকফে নও হলে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার যে কোন শূন্যপদে আবেদন করার পূর্বে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর থেকে নেওয়া অনুমতি পত্রের নকলটি অবশ্যই যুক্ত করুন। ১১) উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন। আবেদন পত্র পূর্ণ হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু ক্রিয়ান্বিত হবে।

মালি, কেয়ারটেকার, চৌকিদার, রাধুঁনি, নানবাঈ, খাদিম মসজিদ পদে

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানের প্রতিষ্ঠানগুলিতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে।

যে সমস্ত প্রত্যাশী খেদমত করতে ইচ্ছুক, তারা নিম্ন বিবরণ অনুযায়ী আবেদন করতে পারেন। প্রত্যাশীকে উপরোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কাদিয়ান কিম্বা কাদিয়ানের বাইরে যে কোন স্থানে নিয়োগ করা যেতে পারে।

শর্তাবলী: ১) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। ২) বয়স ২৫ বছরের কম হওয়া আবশ্যক। ৩) জন্ম-প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে। ৪)কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। ৫) প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৬)প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৭) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে। ৮)উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

আবেদন পত্র পূর্ণ হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু ক্রিয়ান্বিত হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা) ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

যুগ ইমাম-এর বাণী

“সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

পুনরায় বলব যার জন্য হযরত মসীহ মওউদ(আঃ) বলেছেন যে এরূপ তন্ময় হয়ে পাঠ কর যেন একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর যখন এমনটি হবে আল্লাহ তায়ালার কৃপা লাভের অধিকারী হতে থাকবে।

বিজয় কেবলমাত্র দোয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

এই যুগ যা পশ্চাতে আগমণকারীদের যুগ ,যার সঙ্গে ইসলামের বিজয় সম্পৃক্ত রয়েছে, আমরা জানি যে এই সকল বিজয় গুলি তরবারি বা বন্দুক বা তোপ ও কামানের দ্বারা হবেনা। এর জন্য সব থেকে বড় অস্ত্র দোয়া । তারপর সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের হাতিয়ার যা হযরত মসীহ মওউদ(আঃ)- কে দেওয়া হয়েছে। আর ইসলাম এরই মাধ্যমে ইনশাল্লাহ তায়ালা বিজয় লাভ করবে। এবং দোয়ার কবুলিয়াতের জন্য , আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তির জন্য এবং বরকত অর্জন করার জন্য নবী (সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করার কথা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যা আমরা আয়াতে দেখেছি, এবং বিভিন্ন হাদিস থেকেও আমরা দেখেছি যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠানো ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব নয়। এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ও একথায় বলেছেন যে আমি যে মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছি তা কেবলমাত্র দরুদ পাঠ করার কারণেই সম্ভব হয়েছে। এবং ইসলামের ভবিষ্যতের বিজয় সমূহের সঙ্গেও এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি তাঁর নিজের মর্যাদা সম্পর্কে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মসীহ ও মাহদী হওয়ার কারণে প্রদান করেছেন , সে কথা বর্ণনা করার জন্য তিনি একটি ইলহামের প্রসঙ্গে বলে, “ পরের যে ইলহামটি ছিল সেটি হল, এবং তুমি মহম্মদ (সাঃ) এর উপর দরুদ প্রেরণ কর এবং তাঁর বংশধরদের উপর, যিনি আদম সন্তানগণের নেতা এবং খাতামুল আম্বিয়া । এটা এবিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দেয় যে এই সকল মর্যাদা, অনুকম্পা ও কৃপাবলী তাঁরই মাধ্যমে হয়েছে। এবং তাঁর সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কের কারণে এই প্রতিদান। সুবহানাল্লাহ, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্দারের আল্লাহ তায়ালার দরবারে কতই না সুউচ্চ মর্যাদা আর কিরূপ নৈকট্য যে তাঁর প্রেমিক খোদা তায়ালার অনুরাগভাজন হয়ে যায়। এবং তাঁর সেবককে এক জগতের অধিপতি বানানো হয় ।” (অর্থাৎ জগত তার সেবকে পরিণত হয়)। “এই স্থানে আমার স্মরণে এল যে এক রাত্রিতে এই অধম এত অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়ল যে প্রাণ ও হৃদয় সুরভিত হয়ে উঠল। সেই রাত্রিতেই স্বপ্নে দেখলাম যে (ফিরিস্তারা) শুদ্ধ ও শীতল পানীয় রূপে জ্যোতিতে পরিপূর্ণ মশক (চামড়ার থলে) এই অধমের গৃহে নিয়ে আসছে। এবং তাদের মধ্যে একজন বলল এগুলি ঐসকল বরকত যা তুমি মহম্মদ(সাঃ) এর প্রতি প্রেরণ করেছিলে।

এরকম আরও একটি বিচিত্র ঘটনা স্মরণে আসল , একদা ইলহাম হল যার অর্থ এই ছিল যে ফিরিস্তাদের স্থানে বাগ বিতণ্ডা চলছে। অর্থাৎ ধর্মের পুনর্জীবনের জন্য ঐশী ইচ্ছা উদ্বেলিত হচ্ছে।”(ধর্মকে নতুন রূপে জীবিত করার জন্য) “কিন্তু এখনও ফিরিস্তাদের নিকট নবজীবন দানকারীর নিযুক্তি উন্মোচিত হয়নি। (যে ব্যক্তি ধর্মকে জীবীত করবে তার সম্পর্কে জানা যাচ্ছেনা।) “এই জন্য তারা দ্বিধা বিভক্ত। এরই মধ্যে স্বপ্নে দেখি যে লোকেরা এক নবজীবন দানকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর এক ব্যক্তি এই অধমের সম্মুখে উপস্থিত হল এবং ইঙ্গিত করে বলল رَسُوْلَ اللّٰهِ অর্থাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি রসুলুল্লাহ(সাঃ) কে ভালবাসেন। এই কথার অর্থ এই ছিল যে , এই পদের জন্য সবচায়তে বড় শর্ত হল রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ভালবাসা। অতএব তা এই ব্যক্তির মধ্যে প্রমাণিত। (অর্থাৎ এর মধ্যে বিদ্যমান) “এবং উপরোক্ত ইলহাম যা রসুলের বংশধরদের প্রতি দরুদ প্রেরণ করার আদেশ রয়েছে , এখানেও সেই গোপন রহস্য রয়েছে যে খোদা তায়ালার জ্যোতির যশ পৌছনোর বিষয়ে আহলে বায়ত (রসুলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর) এর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি খোদা তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় সে ঐসকল পবিত্র ও শুদ্ধ আত্মাদেরই উত্তরাধিকারী হয় এবং সকল জ্ঞানসমূহ ও তত্বজ্ঞানের অধিকারী বলে গণ্য হয়।

(বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খন্ড)

ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য মসীহ মওউদ এর জামাতে সম্মিলিত হয়ে চেষ্টা করা জরুরী।

অতএব আজ ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য , ইসলামের হৃত মর্যাদা ও গৌরবকে পুণরায় ফিরিয়ে আনার জন্য, আঁ হযরত (সাঃ) এর জন্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা যে যোদ্ধাকে দাঁড় করিয়েছেন; তাঁকে অনুসরণ করলে এবং তাঁর প্রদত্ত যুক্তি প্রমাণ ও দলিলের মাধ্যমে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শিখিয়েছেন, এবং তাঁর শিক্ষাকে যথাযথ পালন করলে ইসলাম ও আঁ হযরত (সাঃ) এর পতাকা অনন্ত শৌর্য্য , পূর্ণ মর্যাদা ও বৈভবের সঙ্গে পৃথিবীতে উড্ডীয়মান হবে। ইনশাল্লাহ । এবং তা চিরতরে উড্ডীয়মান থাকবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই যুগের গুরুত্ব সম্পর্কে এবং লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, যার সারাংশ এই যে ইসলামের উপর এক ভয়াবহ সংকটময় সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত করলেন যা তার হৃত শ্রেষ্ঠত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। এই কারণে মুসলমানদেরকে বলেন যে এখন নিজেদের হঠকারিতা ত্যাগ কর , এবং বিবেচনা কর যে ,আল্লাহ তায়ালা কি এমন সময়েও তাঁর (সাঃ) সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্বেলিত হন নি, যখন কি না আঁ হযরত (সাঃ) এর পবিত্র সত্তার উপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ হচ্ছে। অথচ তিনি তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন।

অতএব এমন এক সময়ে যখন আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর আচরণের ঝড় বয়ে চলেছে , নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার ফিরিস্তারা তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে থাকবে, প্রেরণ করছে এবং প্রেরণ করতে থাকবে। আমরা যারা নিজেদেরকে আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রকৃত প্রেমী ও যুগের ইমাম এবং তাঁর জামাতের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছি ,তাদের উচিৎ, নিজেদের দোয়াকে দরুদে পরিণত করা এবং এরূপ বেদনা ও আন্তরিকতার সাথে পরিমন্ডলে এত পরিমাণ দরুদ ছড়িয়ে দেওয়া উচিৎ যেন পরিমন্ডলের প্রত্যেকটি কণা দরুদ দ্বারা সুরভিত হয়ে ওঠে এবং আমাদের সকল দোয়া সেই দরুদের ওসিলায় খোদা তায়ালার দরবারে গৃহীত হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। আঁ হযরত সাঃ এর সত্বা এবং তার বংশধরদের প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এমনটাই হওয়া দরকার। আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুসলেমাকে বিবেক ও বুদ্ধি দান করুক যেন তারা তারা আল্লাহ তায়ালার এই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পারে এবং আঁ হযরত (সাঃ) এর এই আধ্যাত্মিক সন্তানের জামাতে সম্মিলিত হয়, যা পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি , সৌহার্দ্য এবং ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করে আঁ হযরত (সাঃ) এর মর্যাদাকে উচ্চতা প্রদান করছে। আল্লাহ তায়ালা এদেরকে বিবেক দিন যেন তারা আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি আরোপিত হওয়া সত্বেও চোদ্দোশ বছর পরেও এই মহরম মাসেই এবং এই ভূ-খন্ডেই একজন মুসলমান অপর মুসলমানের রক্তপাত ঘটাচ্ছে , কিন্তু তবুও কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং এঅবধিও রক্তক্ষয়ের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এদেরকে বিবেক দিন, এবং তারা এই কাজ থেকে নিরস্ত হোক এবং নিজেদের অন্তরে খোদা তায়ালার প্রতি ভীতি সৃষ্টি হোক এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মান্যকারী হোক । এরা যা কিছু করছে তা সবকিছু, যুগের ইমামকে চিনতে না পারা এবং আঁ হযরত(সাঃ)এর আদেশকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে হচ্ছে।

অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীর কর্ত্তব্য , অনেক বড় দায়িত্ব কেননা সে এই যুগের ইমামকে সনাক্ত করতে পেরেছে, তারা যেন আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার আবেগের কারণে অনেক বেশি দরুদ পড়ে , দোয়া করে , নিজেদের জন্যও এবং অন্য সকল মুসলমানদের জন্যও যাতে আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুসলেমাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে।

আঁ হযরত (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার দাবী , আমরা যেন নিজেদের দোয়ায় উম্মতে মুসলেমাকে অনেক বেশি স্থান দিই। অন্য সকলের উদ্দেশ্যও সৎ নয়। এখনও এটি অজানা যে এই সকল মুসলমানদেরকে আরও কোন্ কোন্ জটিলতা,পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। আর কি কি ষড়যন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে রচিত হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ না হলে এর থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন।

আল্লাহ তায়ালা সকলকে সর্বদা সরল পথে পরিচালিত করুক। আমরা যেন আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞ বান্দা রূপে গণ্য হই। এবং তাঁর কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করি কারণ তিনি আমাদেরকে এই যুগের ইমামকে মান্য করার তৌফিক প্রদান করেছেন। এখন তাঁকে মান্য করার পর তার মূল্য দেওয়ারও শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করতে পারি। এবং সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুক।

জঙ্গ পত্রিকা , লন্ডনে জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করা শুধুমাত্র চক্রান্ত এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে।

গত কাল লন্ডন থেকে প্রকাশিত জঙ্গ পত্রিকা এমন একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে যার সঙ্গে জামাতে আহমদীয়ার ধর্মমতের সঙ্গে দূরতম সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র চক্রান্ত করে এই খবর প্রকাশ করা হয়েছে। এটা শুধু ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই নয় বরং যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সেটারও বাস্তবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই। হয়তো এখানকার উদ্ধৃতি দিয়ে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশেও এরকম সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গত কাল প্রকাশিত না হলেও আজ হয়তো হয়ে গেছে। কেননা এই পত্রিকাগুলি নিজেদের বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এরকম সংবাদ প্রকাশিত করার ক্ষেত্রে অনেক তৎপরতা দেখায়। সার্কুলেশন বাড়ানোর জন্য এরকম অনৈতিক আচরণ এবং মিথ্যার সম্ভার প্রকাশিত করার ব্যপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের পাকিস্তানি সংস্করণের বিষয়ে আমরা সকলে জানি যে প্রায়ই দিনই কিরূপ এরা আমাদের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা করে থাকে আর মিথ্যা বলে থাকে।

সম্প্রতি ডেনমার্কের পত্রিকায় যে অশালীন ও অভব্য কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরবর্ত্তীতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও করা হয়েছিল , যার কারণে সীমাহীন আক্রোশ ও বেদনার স্রোত তৈরী হয়েছে। হড়তাল হচ্ছে, মিছিল বার করা হচ্ছে। যাই হোক রোষের এই বহিঃপ্রকাশকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, সেই স্রোতকে যদি কেউ প্রতিহত করার না থাকে এবং সেটাকে সঠিক দিক নির্দেশনা না দেওয়া হয়, তবে এধরণের প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ হয়ে থাকে। মুসলমান যেমনই হোক না কেন , সে নামাজ পড়ুক বা না পড়ক , শরিয়ত বিধান মান্যকারী হোক বা না হোক , কিন্তু যখন নবী (সাঃ) এর মর্যাদার প্রশ্ন আসে তখন তারা অতীব আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় দেয়; জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করার জন্য উদ্যত হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে এই সংবাদটি প্রকাশ করা, বৃহস্পতিবার দিন এমন সময় প্রকাশ করা, যখন পরের দিন আজ জুমার পরে অধিকাংশ স্থানে মিছিল বার করার এবং অবরোধ করার এবং এমনই ধরণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পরিকল্পনা ছিল, তবে অবশ্যই এগুলি আহমীদেরর বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। এগুলি অত্যন্ত অত্যাচার পূর্ণ ও উপদ্রব সৃষ্টি করার অপচেষ্টা মাত্র, যাতে এই সংবাদকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প জ্ঞানী মুসলমানদেরকে উসকানি দিয়ে আহমদীদেরকে অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যায়। যাই হোক এটা তাদের অপচেষ্টা , যাতে আহমদীদের বিরুদ্ধে অজ্ঞ ও স্বল্প জ্ঞানী মুসলমানদেরকে উসকানি দেওয়ার কোনো সুযোগ হাতছাড়া না হয়। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা এই সংবাদ পড়ে থাকবেন , যেহেতু সকলে পড়ে না তাই আমি সংবাদটি পড়ে দিচ্ছি। কোপেন হেগেনের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সংবাদটি প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের সাংবাদিক ডাঃ জাভেদ কমল সাহেব বলেন, “ডেনমার্কের গোয়েন্দা বিভাগের একজন ভারপ্রাপ্ত অধিকারী তার নাম ও পদ গোপন রাখার শর্তে কার্টুন সংক্রান্ত বিষয়ে কথোপোকথনের সময় জঙ্গ পত্রিকাকে বলেন যে, সেপ্টেম্বর ২০05 সালে ডেনমার্কে কাদিয়ানীদের বাৎসরিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় কাদিয়ানীদের কেন্দ্রীয় আধিকারিকগণ অংশ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে কাদিয়ানীদের একটি প্রতিনিধি মন্ডল একজন ডেনিশ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার সময় জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে বলেন যে তারাই হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দাবীদার।”এতদূর পর্যন্ত ঠিক ছিল, আমরা তাঁকে বিশেষভাবে বলিনি কিন্তু আমাদের দাবী এটাই যে একমাত্র জামাত আহমদীয়া ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দাবীদার।

পরে তিনি লেখেন “ তাদের নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) জেহাদকে রহিত করেছেন ” একথা ঠিক, কিন্তু তিনি সেটা শর্তাবলীর সাথে (জেহাদ) রহিত করেছেন।

তিনি আরও লেখেন যে “মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইসলামের আদেশাবলীকে (নাউজুবিল্লাহ) পরিবর্ত্তিত করেছেন।” এটা নিছকই মিথ্যা অভিযোগ মাত্র। “এই কারণে (আগে দেখুন তার অপকর্ম) যে মহম্মদ(সাঃ) এর শিক্ষা ও তাঁর যুগের অবসান হয়েছে।”

নাউজুবিল্লাহ । পত্রিকা লিখেছে যে কাদিয়ানীদের একথার উপর বিশ্বাস অর্জন করার পর যে মহম্মদ(সাঃ) এর অনুসারীগণ শুধুমাত্র সৌদি আরবে সীমাবদ্ধ , ৩০ সেপ্টেম্বর ডেনিশ পত্রিকা মহম্মদ(সাঃ) সংক্রান্ত ১২ টি কার্টুন প্রকাশিত করে যার আসল লক্ষ্য ছিল জিহাদের দর্শনকে আক্রমণ করা। উচ্চপদস্থ ডেনিশ অধিকারী বলেছেন যে জানুয়ারীর প্রারম্ভের দিকে আমাদের এবিষয়ের প্রতি বিশ্বাস ছিল যে কাদিয়ানীদের দাবী সত্য ছিল। কেননা জানুয়ারী পর্যন্ত সৌদি আরব ছাড়া আর কোনো ইসলামী দেশ আমাদের কাছে যথারিতী বিরোধ প্রদর্শন করেনি।

ও.আই.সি - র নিরবতা আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করছিল। এই ভারপ্রাপ্ত অধিকারী সেই প্রতিনিধিকে উক্ত সাক্ষাতের ভিডিও টেপও শোনায়। যাতে ডেনিশ, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষায় কথোপোকথন রেকর্ড করা ছিল।

(দৈনিক জঙ্গ , লন্ডন, ২ মার্চ ২০০৬ পৃঃ১-৩)

যেন এতে তিনটি ভাষায় কথোপোকথন হচ্ছিল।

মিথ্যার কোনো হাত পা থাকেনা। এটা এমন একটি ভিত্তিহীন সংবাদ যার কোনো সীমা নেই। ডাঃ জাভেদ কমল সাহেব জঙ্গ পত্রিকার কোন বিশেষ প্রতিনিধি হবেন হয়তো। প্রথমে ধারণা ছিল যে তিনি হয়তো ডেনমার্কে আছেন কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে ইনি ইতালিতে রয়েছেন এবং সেখান থেকে জঙ্গ এবং জির প্রতিনিধিত্ব করেন। এবং আমার যত দূর জানা আছে , এমনিতেই তিনি আইনগত ভাবে ডেনমার্কের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সংবাদ কোনো সংবাদে প্রকাশ করতে পারেন না।

প্রথমতঃ এই অভিযোগ দেওয়া হয়েছে যে সেপ্টেম্বরে জামাতের জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার বিগত জলসা সেপ্টেম্বর মাসে তো অনুষ্ঠিতই হয়নি। আমার যাওয়ার কারণে স্ক্যান্ডিনিভিয়ান দেশগুলির সমবেত ভাবে জলসা হয় । এবং এম.টি.এ তে সকলে দেখেছেন যে আমরা কি কথা বলেছি আর কি বলিনি।

আমার যাওয়ার কারণে ডেনমার্কে একটি হোটেলে একটি অভ্যার্থনা অনুষ্ঠান হয়। যেখানে সাংবাদিক প্রতিনিধি , প্রেসের প্রতিনিধিবর্গরাও উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সেখানে ছিলেন। সরকারি অধিকারীবর্গও ছিল, একজন মন্ত্রী মহোদয়াও এসে ছিলেন এবং সেখানে কুরান , হাদিস ও হযরত মসীহ মওউদ(আঃ)এর উদ্ধৃতি দ্বারা ইসলামের সুন্দর ও শান্তি প্রিয় শিক্ষার বিষয়ে উল্লেখ হয়। আর যা কিছু সেখানে বলা হয়েছিল তা সুস্পষ্ট ও পরিস্কার ছিল। গোপনে কোনো কথোপোকথন হয়নি। আর পত্রিকা তা প্রকাশিত করে বরং কিছু অংশ তাদের টি.ভি-র অনুষ্ঠানেও প্রচারিত হয়। আর কোনো আলাদাভাবে সাক্ষাৎ হয়নি , সেখানে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আমার যে ভাষণ ছিল আমার ধারণা এম.টি.এ তে তা দেখানো হয়েছে। যদি না দেখানো হয়ে থাকে তবে তা দেখিয়ে দিন।

যাই হোক এটা ঠিক যে সেখানে বক্তৃতার মধ্যেই সেই ব্যক্তি যিনি লিখেছিলেন তার মত ব্যক্তির উল্লেখ হয়েছিল হয়তো , যে এদের কিছু লোক এমন রয়েছেন যারা ইসলামকে কলঙ্কিত করে , নতুবা মুসলমানদের অধিকাংশ এই ধরণের জিহাদ ও সন্ত্রাসকে অপছন্দ করে। যাই হোক আমাদের সম্পর্কে অনেক বড় মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। একজন নিকৃষ্টতম মিথ্যাবাদীও একথা বলতে গিয়ে হয়তো একটু বিবেচনা করবে কারণ আজকাল সমস্ত কিছুই তো রেকর্ড হয়। আর এই সব মহাশয়দের কথা মত ইংরেজি ও ডেনিশ ভাষায় ভিডিও টেপ রয়েছে। অতএব যদি সত্যবাদী হন তবে সেই টেপগুলি প্রকাশ করে দিন, আর আমাদেরকেও দেখান। প্রকাশ হয়ে পড়বে যে কে কি কথা বলেছে। (ক্রমশ..)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022
Vol. 5 Thursday, 9 July , 2020 Issue No.28

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

৭ অক্টোবর, ২০১৯

ওয়াকফাতে নওদের ক্লাসে প্রশ্নোত্তর পর্বের ধারাবিবরণী

প্রশ্ন: মিশ্র জাতির মধ্যে বিবাহ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মতামত কি?

হুযুর আনোয়ার: আহমদীদের বিবাহ আহমদীদের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভিন জাতিতে যেমন-ইউরোপিয়ান, আফ্রিকান, আমেরিকান, এশিয়ান, সুদূর প্রাচ্যবাসী, পাকিস্তানী প্রভৃতি জাতিরা পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে করতে পারে কি না এটাই তো প্রশ্ন? যদি ভাল বিয়ের প্রস্তাব পাওয়া যায়, আর আহমদীও হয় তবে করা উচিত, খুব ভাল কথা। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একস্থানে লেখেন, ‘আরব মুসলমানেরা যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন যদি তারা সে যুগের স্থানীয়দের সঙ্গে সেখানে একীভূত হয়ে বিবাহ সম্পর্ক তৈরীকে প্রচলন দিতেন, তবে বর্তমানে যত সংখ্যক মুসলমান রয়েছে, এখন তার থেকে বেশি হত। বরং অনেক বড় এলাকা যা হিন্দুদের হাতে রয়েছে, সেটি মুসলমানদের হত। কিন্তু এখন মানুষ জাগতিকতার পেছনে ধাবিত হচ্ছে, ধর্ম সম্পর্কে কোনও চেতনাই নেই। তাই জাতি বা সংস্কৃতি মিশ্র হলেও যদি ধর্ম অভিন্ন হয়, আহমদী মুসলমান হয়, সেক্ষেত্রে ভাল বিবাহ সম্পর্কের প্রস্তাব এলে ভাল কথা, গ্রহণ করা উচিত। শর্ত হল আহমদী মুসলমান হতে হবে। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নকর্ত্রী উত্তর দেন যে তিনি গণিতশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যায়নরতা আছেন।

প্রশ্ন: হুযুর কি রান্নাঘরে আপাজানকে সাহায্য করেন?

হুযুর আনোয়ার: যদি তার দরকার পড়ে তবে সাহায্য করি। আমার মতে তার কখনও প্রয়োজনই পড়ে না। প্রয়োজন পড়ে শুধু তখন, যখন তিনি অসুস্থ হন। সাহায্য বলতে থালা কিম্বা চামচ তুলে দিলাম। এছাড়া আর কি কাজ থাকে? তবে আমরা যখন ঘানায় থাকতাম, সেই সময় একে অপরকে সাহায্য করতাম। সেই সময় গ্যাস, পানি কিছুই ছিল না। আমি তখন পানিও এনে দিতাম, স্টোভে কেরোসিন ভরে দিতাম, ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিতাম- সব কিছুই করতাম।

প্রশ্ন: হুযুর কি এমন কোনও স্বপ্ন শোনাতে পারেন যা অত্যন্ত কৌতুহল উদ্দীপক এবং আপনার সেটি স্মরণে থেকে গেছে।

হুযুর আনোয়ার: অনেক পুরোনো একটি স্বপ্ন মনে আছে। একবার আমি যখন পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, সেই সময় এটি দেখেছিলাম। খোদা তা’লা আমাকে স্বপ্নে দেখান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই ইলহাম, ‘ইয়ানসুরুকা রিজালুন নুহী ইলাইহিম মিনাস্‌সামায়ে’। আমাকেও আল্লাহ্ তা’লা এই ইলহামটি বলেছেন এবং সেই অনুসারে এর পর থেকে বছরের পর বছর আল্লাহ্ তা’লা আমাকে সাহায্য করে থাকেন।

প্রশ্ন: স্কুলে পড়ার সময় এমন কোন্ বিষয়টি ছিল যা আপনার কাছে কঠিন মনে হত?

হুযুর আনোয়ার: আমাকে পড়াশোনা ব্যাপারটাই কঠিন মনে হত। তাই আমি পড়াশোনায় খুব ভাল ছিলাম না। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্ তা’লা নিজ কৃপাগুণে কিছুটা ভাল করে দেন। আমি বুঝতে পারি না কিভাবে আমি এম.এস.সি উত্তীর্ণ হলাম। এখন তো তোমাদেরকে অবশ্যই পড়তে হবে।

প্রশ্ন: শৈশবে আপনি কার বেশি কাছের ছিলেন? মায়ের, না কি বাবার?

হুযুর আনোয়ার: উভয়ের প্রতিই ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আমাদের কালে প্রবীণরা একটি সীমারেখা বজায় রাখতেন, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে উভয়েই আমার প্রতি যত্নবান ছিলেন। অসুস্থ হলে আব্বা বলতেন, ছুটি নিয়ে নাও, স্কুলে যেতে হবে না। সেই সময় আব্বাকে বেশি প্রিয় মনে করতাম। খাওয়ার ব্যাপারে এবং অন্যান্য বিষয়াদিতে উভয়েই আমার প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্য প্রকাশ করতেন।

একথা শুনে প্রশ্নকর্ত্রী বলেন, আপনি কাকে বেশি ভয় পেতেন? হুযুর আনোয়ার বলেন, কাউকেই ভয় পেতাম না। তবে এটুকু অবশ্যই মাথায় থাকত যে কোনও ভুল বা অন্যায় করলে বকুনি খেতে হবে, যা উভয়ের কাছেই খেতে হতে পারে।

ওয়াকফে নওদের সঙ্গে হুযুরের সাক্ষাত

কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে ক্লাস আরম্ভ হয়। এরপর যথাক্রমে নযম, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপিত হয়।

প্রেজেন্টেশন

ডক্টর তালহা রশীদ সাহেব একটি প্রেজেন্টেশন দেন।

ডি.এন.এ তে সামান্য পরিবর্তন নিষ্ক্রিয় প্রোটিন সৃষ্টির কারণ হতে পারে। এর কিছু সুদূরপ্রসারী পরিণাম ঘটতে পারে, কেননা এটি প্রোটিন কোষের ভেতর নিজের ভূমিকা রাখে না। ২০০৮ সালে শিশুদের ডি.এন.এ-এর মধ্যে এমন এক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় যা Rhabdo myomysis নামে এক প্রকারের পেশীর ব্যাধির জন্ম দিচ্ছিল । এই রোগে পেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরফলে নিষ্ক্রিয় প্রোটিন কোষগুলি রক্তে মিশে যায়। রক্তের মধ্যে এমন উপাদান বৃদ্ধি পাওয়া হৃৎপিণ্ড এবং কিডনীর উপর কুপ্রভাব ফেলতে পারে। Rhabdo myomysis নামে এই রোগ যখন ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে, তখন এর ফলে রুগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। রোগটির বিভিন্ন কারণের মধ্যে সংক্রমণ, নেশাদ্রব্য সেবন, জ্বর, দীর্ঘ রোজা কিম্বা জিনগত পরিবর্তন অন্যতম। মূলত এই জিনিসগুলি মানবদেহে বিদ্যমান জিন LPIN1 কে প্রভাবিত করে, যার ফলে এই রোগের জন্ম হয়। প্যারিসের হাসপাতাল থেকে কিছু এমন শিশুদেরকে আনা হয়েছে যাদের LPIN1 জিনের উপর এই রোগের প্রবল আক্রমণ হয়েছিল। ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের উপর এই রোগ ব্যাপক প্রভাব ফেলছিল এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল যার ফলে ৩০ শতাংশ শিশু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

চিকিৎসক দল বুঝে উঠতে পারে নি যে কিভাবে এই রোগ LPIN1 জিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এখানেই এক বিশেষ প্রকারের স্নেহপদার্থ তৈরী হয়ে রক্তকোষে প্রবেশ করে পেশিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। LPIN1 প্রোটিন কোষে স্নেহপদার্থ তৈরীতে সাহায্য করে যা কোষের মাধ্যমে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কাজেই LPIN1 এর অনুপস্থিতিতে আমাদের শরীরে মেদ সঞ্চিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমরা মানবদেহের পেশীগুলির নমুনা পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই, যে সমস্ত শিশুর শরীরে নিষ্ক্রিয় বা মৃত LPIN1 রয়েছে তাদের পেশীতে প্রচুর পরিমাণে মেদ জমেছে। এখানে এক স্পষ্ট বৈপরীত্য প্রকাশ্যে এসেছিল। এ বিষয়ে জানার জন্য আমরা একটি ইঁদুরের উপর গবেষণা করি। ইঁদুরের নমুনায় এর সাদৃশ্যপূর্ণ পরিবর্তন এবং রোগ সৃষ্টি করলাম। আমরা এমন একটা ইঁদুরের নমুনা তৈরী করতে সফল হলাম যার মধ্যে পেশির রোগের অবিকল বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান ছিল। গবেষণাকালে আমরা ইঁদুরের পেশিতে আশ্চর্যজনকভাবে বেশি মেদ সঞ্চিত হতে দেখলাম। এই নমুনাটি আমাদের গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

এরপর ৯ পাতায়....

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

“দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir